ধর্ম্ম

বা

রত্নপুরী।

(কিং লিয়ার গল্পের ছায়ামাত্র অবলম্বনে লিখিত)

(দৃশ্যকাব্য।)

রামকুমার,
কর্ম্ম-কর্ত্তা, শ্মশানে মিলন,
ভাগ্য-লেখা বা লালা গোলোকচাঁদ, যুগল চিত্র,
পাষাণ মূরতি, পরিতোষ,
হু'ল কি, দেশ গুল্‌জার,
ভূতের গল্প, ধর্ম্মপুরী, মহোৎসব, ইত্যাদি পুস্তক প্রণেতা,
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রণীত

এবং
কলিকাতা, ৬নং গোপাল বসু লেন হইতে
তদ্দ্বারা প্রকাশিত।
১৩২৮

মূল্য প্রতি খণ্ড ॥০ ;
সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস।
মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌,
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।



৺ ভিখারী নীরানন্দ

Bani Press, Simla, Calcutta.

ওঁ

ষট্ শ্রীগুরবে নমঃ।

উৎসর্গ পত্র।

আমার

মহাপথ প্রদর্শক, ভবার্ণবে কর্ণধার,

সমাধিস্থ,

স্বামী শ্রীশ্রীমৎব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহোদয়ের

কৃপাকণা ভিক্ষার্থ,

তাঁহারই শ্রীচরণোদ্দেশে,

এই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

"ধর্ম্ম"

অর্পণ করিলাম।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

চিরভৃত্য

নীরানন্দ।

বক্তব্য।

এই পুস্তকের সকল ব্যয় বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহার এক অংশ "ধর্ম্মপুরী" এবং তিন অংশ তন্মধ্যস্থ "তপোবনে" মদীয় স্বর্গীয় পিতৃদেব গোপালচন্দ্র বসু ও স্বর্গীয় সুহৃদ্ গোপাল লাল মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ "গোপাল-কুঞ্জ" প্রতিষ্ঠা কল্পে প্রদত্ত হইবে। এই "গোপাল কুঞ্জের" সেবায়েৎ আমার কনিষ্ঠ পুত্র, শ্রীমান প্রত্যুষ চন্দ্র বসু; এবং ইচ্ছা করিলে, ও নূতন কোন সম্প্রদায়ে দীক্ষিত না হইলে, আমার অপর পুত্র, শ্রীমান প্রদোষ চন্দ্র বসু, ইহার তত্ত্বাবধায়ক নির্দ্ধারিত রহিল।

যদি উক্ত সদনুষ্ঠানদ্বয় সম্বন্ধে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটে, তাহা হইলে, উক্ত উদ্বৃত্তের অর্দ্ধাংশ উক্ত শ্রীমান্ প্রত্যুষচন্দ্র বসু, এক চতুর্থাংশ উক্ত শ্রীমান্ প্রদোষচন্দ্র বসু; এবং বক্রী চতুর্থাংশ "তিলক স্বরাজ ফণ্ড" প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বর না করুন, যদি উক্ত দুইপুত্রের মধ্যে কাহারও অবিবাহিতাবস্থায় মৃত্যু ঘটে, অথবা কেহ উক্ত অংশ গ্রহণে অনভিলাষী হয়, তাহা হইলে তাহার অংশের অর্দ্ধেক "বরাহনগর রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রম" এবং অপর অর্দ্ধেক "তিলক স্বরাজ ফণ্ড" প্রাপ্ত হইবে। কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ "মনোমোহন লাইব্রেরী" ইহার এজেণ্ট নিযুক্ত রহিলেন। তাঁহারা ইহার ষান্মাসিক উদ্বৃত্ত স্বদেশ-মহাত্মা চিত্তরঞ্জন দাশ অথবা নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় মারফত উক্ত অংশীদার মধ্যে বণ্টন করাইয়া দেন, ইহা প্রার্থনীয়।

মেট্রোপলিটান কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক, প্রণম্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার সংশোধনে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

"স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র বসু স্মৃতি-গ্রন্থাবলীর" ১ম নং সচিত্র "ধর্ম্মপুরীর" ও ২য়নং "ভাগ্যলেখা বা লালা গোলোকচাঁদের" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ড ॥০ আনা; "কুলের ধ্বজা" (প্রহসন) "থোঁতা-মুখ ভোঁতা" (প্রহসন), "সিসন্ ফ্লাউয়ার্ বোকে" (সামাজিক নক্সা), "বিজ্ঞান" (উপন্যাস), "ডি, এল্" (প্রহসন) "ভুঁই ফোঁড় মোড়ল" (গল্প); "সম্‌জে" (স্বদেশী নক্সা), "মহোৎসব" (উপন্যাস) ইত্যাদি ক্রমশঃ প্রকাশ্য। যাঁহারাউপরিউক্ত "মনোমোহন লাইব্রেরীতে" অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা প্রদানে ইহার গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা বিনামাশুলে এক বৎসর মধ্যে ১২৲ বার টাকা মূল্যের পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ইতি তারিখ ২৪শে কার্ত্তিক, সন ১৩২৮ সাল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু (ভিখারী নীরানন্দ)।
কলিকাতা, ৬নং গোপাল বসু লেন।

কাব্যোল্লিখিত পাত্র ও পাত্রীগণ।

পাত্রগণ।

গরবভর—কামাখ্যাধিপতি।
বিদ্যাশ্রী...গরবভরের মন্ত্রী।
কর্ম্মক্ষয়...ঐ বিদূষক।
গিরিজাপতি...উড়িষ্যাধিপতি।
কাঞ্চন...গরবভরের প্রথম জামাতা, ক্ষুদ্র ভূপতি পুত্র।
ব্রহ্মানন্দ স্বামী...মহর্ষি।
জয়ানন্দ—ব্রহ্মানন্দ স্বামীর শিষ্য।
জয়ার্ণব—রাজরাজেশ্বরী দেবীর পুরোহিত।
বিমল, পুরুষকার } গিরিজাপতির প্রজাদ্বয়
নিত্যকর্ম্মা—শিল্পী।

মহেশ্বর, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, অন্যান্যগ্রহগণ, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, মন্ত্রী, কৃষক, সভাসদগণ, শিষ্যগণ, প্রহরীগণ, কোটাল, নগরপাল, জহ্লাদ ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

অনুরতি...কামাখ্যা-মহিষী।
অসূয়া...গরবভরের প্রথমা কন্যা।
অনুরাগ... ঐ দ্বিতীয়া ঐ।
স্বর্গভ্রষ্টা...কর্ম্মক্ষয়ের পত্নী।

অদ্যাশক্তি, মায়া, স্বাহা, শচী, নিয়তি, দেববালাগণ, কিন্নরী ও অপ্সরীগণ, গিরিজামহিষী, সহচরীগণ, পরিচারিকা, ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

অপ্সরী-কানন।

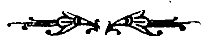
অপ্সরীগণের গীত।

রবি, শশী, গ্রহ, তারা, বদ্ধ আপন মণ্ডলে।
জন্মি সিন্ধু-বিন্দু হ'তে, বর্ষে জলদ অতলে॥
রবির আলোক-স্নাতা, চন্দ্রমা হাসিয়া চায়।
সে আনন্দ-বিন্দু ল'য়ে সুষমা বহিয়া যায়।
বীজগর্ভে জন্মে তরু, বীজ জন্মে পুষ্পে ফলে॥
মৃৎ হ'তে জন্মে নর, মৃত্তে লয় হয় পরে।
কে জন্মায়, কেন জন্মে, অজ্ঞাত সে অন্তরে।
তথাপি তার অহঙ্কার, কি কুহকে, কার বলে

ধৰ্ম্ম

বা

রত্নপুরী।



প্রথম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

(দ্যুলোক)

(প্রখরা রক্তিমা ছটা মধ্যে মায়ার আবির্ভাব ও গীত।)

মায়া।

দ্যুলোকে, ভূলোকে, আমি অধিশ্বরী।
ইঙ্গিতে চালিত, ইঙ্গিতে পালিত,
আমারই এ করে সৃষ্টি শৃঙ্খলিত;
সর্ব্বশক্তিময়ী আমি অধীশ্বরী

(নীলাভা ছটা মধ্যে নিয়তির আবির্ভাব ও গীত।)

নিয়তি। গীত।

যন্ত্র মাত্র তুমি, কৌশল তাঁহারি।
তাঁহারই আজ্ঞায়, এ বিশ্ব সংসার,
সৃজন তোমার, জীবের আকার,
কর্ম্মের বিচার, জন্ম বারে বার।
ব্রহ্ম-বিশ্ব —তুমি—সাধ-সহচরী ॥

(অন্তর্ধান

মায়া। গীত।

কোথা রহে বিশ্ব, আমি না রহিলে ?
কে রহিবে বিশ্বে, সুখ না মিলিলে ?
কে ডুবিতে চাহে, লবণ সলিলে ?
মম প্রহেলিকা—দিবা, বিভাবরী ॥
একা বিশ্বমাঝে আমি অধীশ্বরী

(পীতাভা ছটা মধ্যে আত্মাশক্তির আবির্ভাব ও গীত।)

আত্মাশক্তি। গীত।

জলের তিলক না রহে শুকালে।
মিথ্যা তুমি, বিশ্ব, কামনা ফুরালে ॥

কর্ম্মবদ্ধ জীব, কর্ম্মে শব শিব,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, ঘটে কর্ম্মফলে।
ব্রহ্ম মুখ্য, মাত্র অন্যে সহচরী॥

(অন্তর্ধান।)

মায়া। গীত।

বিশ্বময় করি প্রভাব বিস্তার,
দেখাইব সবে এ বিশ্ব কাহার,
মিথ্যা সর্ব্ব, মাত্র আমি অনিবার।
এ বিশ্বের একা আমি অধিশ্বরী।
(সর্ব্বে সর্ব্বা, একা—আমি অধীশ্বরী॥)

(অন্তর্ধান।)

(পটপরিবর্ত্তন।)

গরবভরের প্রমোদ কানন।

(কুসুম আভরণে, যুথিকা, জাঁতি, বেল, মালতি, গোলাপ আকারে দেববালাগণের পাদপান্তরাল হইতে আবির্ভাব ও গীত।)

দেববালাগণ। গীত।

আমরা আসি, আমরা হাসি,
এসে, হেসে হেসে, লুকায়ে যাই।

হেরি না কাহারে, চাহি না কাহারে,
আপনা বিকাশি, আপনি শুকাই ॥
অবজ্ঞা, আদরে. যাচি না অন্তরে,
অন্তর-মাঝারে বাসনা নাই।
আদেশেতে আসি, আদেশেতে হাসি,
আদেশ ফুরালে, চরণে লুটাই ॥

(অন্তর্ধান।)

(সহচরীগণসহ অনুরাগের প্রবেশ।)

সহচরীগণ। গীত।

নীল নভোভালে, নবারুণ জ্বলে,
ঊষার উদয়ে রূপ দেখ সই !
(রূপ দেখ সই !)
(প্রকৃতির কত রূপ দেখ সই !)
(মরি ! মরি ! মরি ! কত রূপ দেখ সই !)
তমাল মাথায়, রজত আঁচোরায়'
উজ্জ্বল শোভায় আবরণ ওই !
(রূপ দেখ সই !)
(প্রকৃতির কত রূপ দেখ সই !)
(মরি ! মরি ! মরি ! কত রূপ দেখ সই !)

মুকুতা-মুকুলে, আধফোটা ফুলে,
মলয় আকুলে, তরু ঢাকা ওই!
(রূপ দেখ সই!)
(প্রকৃতির ইত্যাদি।)
(মরি! মরি! মরি! ইত্যাদি।)

সোহাগ-পুলকে, তপন ঝলকে
নীহার-নোলকে কিশলয়ে ওই,
(রূপ দেখ সই! ইত্যাদি।)

হিম-বাস গায়, কুলবধূ প্রায়,
নবজাতা দূর্ব্বা আধঢাকা ওই।
(রূপ দেখ সই! ইত্যাদি।)

প্রেমে ঢল ঢল, সরসীর জল,
প্রফুল্ল, বিমল, কমলিত ওই!
(রূপ দেখ সই! ইত্যাদি।)

ভ্রমর আকুল, মত্ত অলিকুল,
হিয়া যে ব্যাকুল; বঁধু এল কই!
(রূপ দেখ সই! ইত্যাদি।)

অনুরাগ। পট্টবস্ত্র পরিধৃতা, প্রজ্জ্বলি প্রদীপ,
উজ্জলিয়া দশ দিশি সৌন্দর্য্য আভায়,
স্নাতা, পূতা, সহ বাস মলয় বিকাশে,—

পুষ্পপাত্রে পূর্ণ পুষ্প, বিবিধ বরণ;
বিধাতা-চরণ সখি! পূজেন প্রকৃতি।
শুভ নাদে বিহঙ্গম, গাহে বিভু-গান।
প্রণব উচ্চারে শুন মধুপ নিচয়।
সবে সহচরি! নম বিধাতা-চরণে।

(সকলের প্রণাম।

সকলে। গীত।

সম্ভ্রম প্রণতা বালা চাহিছে চরণ।
কাতরে করুণা দেহি সৃজন-কারণ॥
মাগি ভক্তি হৃদি মাঝে, যাচি শক্তি তব কাজে
কীর্ত্তি যাচে শ্রুতি,—আঁখি, কৃপা বিতরণ।

(কাঞ্চন সহ অসূয়ার প্রবেশ।

সহচরীগণ। গীত।

তপন উদিল, কিরণ ভাতিল,
হরিষ-আলোক-ভরা।
কোয়েলা ডাকিল, পাপিয়া গাহিল,
পুলকে পূরিল ধরা।
(রূপ দেখ সই!)
(প্রকৃতির কত রূপ দেখ সই!
(মরি! মরি! মরি! ইত্যাদি।

(কর্ম্মক্ষয় ও স্বর্গভ্রষ্টার প্রবেশ।)

কর্ম্মক্ষয়। (ব্যঙ্গভাবে গীত।)

ঘাসে ফড়িং, খাঁচায় পীড়িং,
(তবু) তিড়িং মিড়িং লম্ফ ঝম্ফ কই ?
(কেবল রূপ দেখ সই !)
(আহা ! মরি ! মরি ! কেবল রূপ দেখ সই !)

স্বর্গভ্রষ্টা। গীত।

মাচায় নাই লাউ, চারিদিকে ঝাউ,
(আর) তোদের হাউ হাউ !
(কেবল রূপ দেখ সই !)
(আহা ! মরি ! মরি ! কেবল রূপ দেখ সই !)

(কাঞ্চনকে দেখিয়া সলাজে) ও মা ! জামাতা যুবরাজ যে গো ! ওমা ! কি ঘেন্না ! (দূরে গমন।)

জনৈক সহচরী। (অনুরাগের প্রতি)

দুরন্ত পবন ভাঙ্গে পুষ্পতরু-শাখা।
আহা ! কতেক শাখায়, পরাধীন প্রায়,
বদ্ধ রাখে অন্য শাখে। আবদ্ধ সে শাখা—
নারে, হেলি দুলি, নাচিতে পবন কোলে।

অনু। চল সখি ! যত্নে করি বন্ধন মোচন। (সহচরীগণ সহ দূরে গমন।)

কাঞ্চ। পিড়ীং কিহে কর্ম্মক্ষয় ?

কর্ম্ম। আজ্ঞে, আপনারই কথা হ'চ্চে।

স্বর্গ। (নিকটে আসিয়া) ওঁরা উচ্চ রাজবংশের! অমন কথা কি ওঁদের ব'ল্‌তে আছে?

(নেপথ্যে দূরে শৃঙ্গনিনাদ।)

কাঞ্চ। মহারাজ আস্‌ছেন।

কর্ম্ম। (স্বর্গভ্রষ্টার প্রতি) রে! রে! রে!—মহারাজ! মহারাজ!—সরে পড়্! সরে পড়্!—একে "মরি! মরি! মরি! কতরূপ দেখ সই!" ঢেউ খেল্‌তে লেগেছে; তার উপর তোর ঐ—আ মরি! আ মরি! রূপের লহরী—খেল্‌লেই, মহারাজ তো মহারাজ,—মহারাজের,—বুঝেছিস্ ত?—হাঁ, হাঁ!—একে ত স্বয়ং কর্ম্মক্ষয়! তাতে এই হাড়্‌গোড় সার, দেরকোর আলোটি পাছে ঘুচে যায়।

স্বর্গ। আ মর্! মর্! রাজার বাড়ী এত দিন বসবাস ক'র্‌লি; দিন রাত ঝাড়, লণ্ঠন, সেজ্, দেয়ালগিরি দেখ্‌ছিস্; না হয় পিল-সুজের কথাই ক। তা নয়, সেই পৈতৃক ঝাঁপের ঘরের দের্‌কো টেনে নিয়ে ব'স্‌লো গা!

কর্ম্ম। ঐ তো বাবা! বুদ্ধির মালুম ঐখানে! আকাশের চাঁদ, গায়ের জ্যোৎস্না,—যাঁতি, যুথি, বেল, মালতি,—ফুলের হাট গেল,—কবি কালিদাসের কবিত্ব প্রকাশ,—বাঁধা ঘাটে, মেয়েমানুষের কাঁকের কল্‌সী সানে পড়ে, ঠন্, ঠন্, ঠন্, ঠনন্ ঠনা!—একবার ব্যাপারখানা বোঝ্!—ঝাড়, লণ্ঠন, সেজ্, দেয়ালগিরির এত বাহারে—একটা কেবল ঠুনের অবস্থা!—বুঝেছিস্ ত!—একটা কেবল ঠুনের!—বসুন্ধরার একবার কেবল গা দোলানর অবস্থা!—অমনি বিচূর্ণিত ঘুঁড়ির মাঞ্জা!—আর বাবা! একটা বাব্‌লা ডাল কাট্‌লুম!—বাস্!—নাতির নাতি, তস্য

নাতি,—খাস্ মেজাজে ও সুস্থ শরীরে, পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক হ।

স্বর্গ। তোর গলায় মালা দিয়েছি, আবার ভোগ দখল কি রে মুখ্‌পোড়া?

কর্ম্ম। বিভ্‌ভুল!—ভ্রান্তি!—ওরে! অনেক জন্মের কর্ম্মভোগ না থাক্‌লে, তোর মত এক ঘেয়ে, নাকি সুরে, এমন বাস্ত ঘুঘু অদৃষ্টে জোটে!

(নেপথ্যে নিকটবর্ত্তী শৃঙ্গনিনাদ।)

বাস্!—পালা!—স'রে দাদা!—ভাই আমার!—স'রে!—ঐ রূপ মহারাজের নয়নগোচর হ'লে, গোকুল আঁধার হবে।

স্বর্গ। আমি বাস্ত ঘুঘু?

কর্ম্ম। আরে বাপ্‌রে! এমন কথা বলে সাধ্যি কার! যে মাথায় ক'রে ঘরে স্থান দিয়েছে, সেই বুঝেছে; আর যে বুঝেনি, সে ভাব্‌না খায়!—পালিয়ে!—আমার স্বর্গের আর্‌শী!—পালিয়ে!

(স্বর্গভ্রষ্টাকে লইয়া দ্রুত প্রস্থান।)

কাঞ্চ। মহারাজ আস্‌ছেন; সকলে অভিবাদন কর।

(অনুরাগ ও সহচরীগণের নিকটে আগমন।)

(গরবভর, অনুরতি, বিদ্যাশ্রী এবং প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।)

(কাঞ্চন, অসূয়া এবং অনুরাগের অভিবাদন।)

সহচরীগণ। গীত।

নিজরাজ্যধাতা! প্রজার বিধাতা!
রাজপদে সদা প্রণতা রহি।
নিত্য, প্রতিক্ষণে, দেবতা চরণে,
সর্ব্বতঃ ভূপতি-মঙ্গল বহি॥

গরব। গ্রহ রাজ-আশীর্ব্বাদ।

কাঞ্চ। সহচরী সবে! যাও অন্তঃপুর মাঝে।

(সহচরীগণের প্রস্থান।)

গরব। মন্ত্রী! সুধাই তোমারে, প্রদান উত্তর।
কি কারণ, সখীগণ, চাহে অনুক্ষণ,
মম মঙ্গল-বিধান দেবতা-চরণে?
কে দেবতা?—আমি নৃপ; দেব-আশীর্ব্বাদ,
যাচে সবে মম, মিথ্যা দেবতা-চরণে!

বিদ্যাশ্রী। মহারাজ!
বিনা শক্তিবলে, কভু জীব নাহি চলে;
শিব হয় শব।—ছার বিষয় বৈভব!
অলীক সকলি, এই অনিত্য সংসারে।
"আমি," "আমি," শ্রুত বাণী, কহি সর্ব্বক্ষণ।
অজ্ঞাত অন্তর, নৃপ! কেবা এই "আমি"।
কি উদ্দেশ্যে নররূপে জনম ধরায়?
বৃথা দিন বহে যায়, অনিত্য খেলায়!
যে খেলায়, বিজ্ঞ জনে "মায়া" কহে তাহে!
দেবতা আমার, সদা বিরাজে অন্তরে!
পথহারা হেরি, মোরে কহেন কাতরে,
"গন্তব্য রে ভ্রান্ত! ভবনের পথে তব।"
তথাপি বিনষ্ট আমি,—ভ্রমি মায়াপথে।

(অশ্রুমোচন)।

গরব। কর অশ্রু বরিষণ!—একি প্রহেলিকা!—

রাজ্ঞি! জিজ্ঞাসি তোমারে; আছে পরিচয়
শ্রুত দেবতায়?—কে দেবতা? কোথা বাস?

অনুরতি। গীত।

দেবতার দেশে জন্ম, (আর) কে দেবতা জানা নাই।
আমার দেবতা পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাই॥
অবলা লতিকা প্রায়, আপন তমাল গায়,
প্রকৃতি-হিল্লোল মাঝে, আনন্দে দুলিতে চাই;
তাঁরি তরে প্রাণাকুল, তাঁরি তরে ফুটে ফুল,
ফলভারে নত হ'য়ে, তাঁরি মাত্র যশ গাই॥
কল্পতরু বাম হ'লে, অনাদরে তেয়াগিলে,
অথবা শুকায়ে গেলে, মরমে মরিয়া যাই॥

গরব। অনুরতি! ~~সখি~~! রাজ্ঞী মোর! পতি-মতি-গতি!
অক্ষমা নিশ্চিন্তা তুমি উত্তর দানিতে।
কাঞ্চন! আশ্চর্য্য বাণী!—চাহে সখীগণ
মম মঙ্গল বিধান, দেবতা-চরণে!
বজ্রশক্তি মাগে সবে "রামধনু" পাশে!
রাজরাজ্যেশ্বর আমি;—মঙ্গল আমার,
দেবতা সাধিবে!—সত্বাহীন দেবসাধ্য!

কাঞ্চন। ক্ষুদ্রমতি নারী সবে! নহে, কি কারণ,
ভূপতি-মঙ্গল যাচে দেবতা সকাশে!—
অজ্ঞ যেই জন, সে কহে দেবতা কথা!—

এ ভবে দেবতা কোথা? এই ধরাধামে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি, রাজরাজ্যেশ্বর।

বিদ্যাশ্রী। যুক্তি বাণী নহে ইহা। অজ্ঞজনে ঘটে
জ্ঞান-বিপর্য্যয় হেন।—দেবতা কোথায়?
স্বর্গ, মর্ত্ত্য; রসাতলে,—প্রতি গ্রহকক্ষে,—
অণু, পরমাণু মাঝে,—দেবতা বিরাজে।
দেবশক্তি বিনা, বিশ্বে নির্জ্জীব সকল।
অজ্ঞজনে কহে—

কাঞ্চন। অজ্ঞ কহ হেন জনে? নিবেদি রাজন্!
অবসর-যোগ্য, হতবুদ্ধি, বৃদ্ধ মন্ত্রী।

গরব। হতবুদ্ধি বৃদ্ধ মন্ত্রী এক্ষণে নিশ্চয়।
নহে কি কারণ,—অকারণে,—হেন মতে,
দেবতা বাখানে? বিদিত রহ কি মন্ত্রী!
দেব-উত্থাপনে, সবে হেরে শূন্য পানে?
অর্থ তার,—শূন্য মাত্র দেবতা-কাহিনী।
সর্ব্ব মিথ্যা!—অর্থহীন!—নাম মাত্র সার।

বিদ্যাশ্রী। মহারাজ! ধ্রুব ভ্রান্ত ধারণা আপন।
দেবতা-প্রসঙ্গে সবে গগন নেহারে।
নির্দ্দেশে ইঙ্গিতে,—রবি, শশী, গ্রহ, তারা।
কর্ম্ম-ফলে,—যেই বলে,—নিয়ন্ত্রিত জীব।
অসম্ভব হ'ত ধরা বিহনে যাহার।
অসম্ভব রাজ্যেশ্বর—ভূপতি-প্রভাব!
সেই গ্রহচয় চালিত দেবতা বলে।—
জরা-জর্জ্জরিত দেহ, হের নৃপমণি!

মাগি ভিক্ষা রাজপদে, অবসর তরে ;—
রাজকার্য্যে অবসর,—দেবকার্য্য তরে।

গরব। দানি আজ্ঞা। যাও মূঢ়! দেবতা সকাশে।

বিদ্যাশ্রী। শিরোধার্য্য আশীর্ব্বাদ! স্থান যেন লভি
দেবতা-চরণে।—যাচি নৃপ! শুভ তব।

অনুরতি। (করযোড়ে) মহারাজ! করযোড়ে করি নিবেদন।
তুচ্ছ অপরাধ তরে, গুরু দণ্ড হেন,
নহে সুবিধান।—মন্ত্রীবর!—পুত্র মোর!
রাজ্ঞীর মিনতি!—উপশম অভিমান।
ভূপতি-সংসারে, স্থিতি বহু কাল তব ;
আত্মীয়, স্বজন সম নেহার সবায়।
হেন বিপরীত ভাব কেন অকারণ?

বিদ্যাশ্রী। (জনান্তিকে অনুরতির প্রতি)
নাহি চিন্তা মাতঃ! কার্য্য রহে স্থানান্তরে।
(গরবভরেব প্রতি)
প্রণিপাত করে দাস নৃপতি-চরণে। (প্রস্থান।)

গরব। অসূয়া! শুনিলে কর্ণে? হীনমতি,—মূঢ়,—
অজ্ঞ-মন্ত্রী-উপদেশ?—দেবতা প্রধান!
শ্রুতমাত্র দেবে, নৃপ কৃপার ভিখারী!

অসূয়া। জরাভারে হীনবুদ্ধি, বিদ্যাশ্রী নিশ্চয়!
বহুদিন, বহুবার, নিবেদি চরণে,—
মূর্খ মন্ত্রী ; বিপরীত ভাষে অনুক্ষণ।
অবসরি তাহে,—প্রদানি মন্ত্রিত্ব অন্তে,
পালুন সাম্রাজ্য-কার্য্য, কর্ত্তব্য আপন।

ক্ষুদ্রমতি এ তনয়া ; সত্য ; কিন্তু পিতঃ!
ভূপতি-দুহিতা ; আত্ম-হিত-সুবিদিতা।
না মানি দেবতা ;—তুচ্ছ, মূক, হেয় জড়ে!
রহে যদি দেব কোন ত্রিভুবন মাঝে,
বিক্রম-পরীক্ষা মাগি সম্মুখ সংগ্রামে।
রমণী,—অবলা নারী ;—নাহি চাহি সেনা ;—
একাকিনী পরাজিব তাহে অনায়াসে।—
রাজদণ্ড করে,—যবে, রাজরাজ্যেশ্বর
অগ্রসর রণে,—কোথা রহে গ্রহ তারা ?
নির্ব্বাক, নির্জ্জীব সবে!—ধরিত্রী কম্পিতা,
সশঙ্কিতা জনভারে,—সেনানী হুঙ্কারে ;—
অসির ঝঙ্কারে ;—কোটি কামান গর্জ্জনে ;—
লুপ্তপ্রায়া যবে ধরা,—কোথা রহে সবে ?—
কেন আসি, নাহি রক্ষে বিপর্য্যস্ত নরে ?
ক্ষুদ্রমতি জনে যাচে ছার দেবতায়।
ক্ষম দুহিতায়! দেবে দলি পদতলে।

(ভূমে পদাঘাত।)

কাঞ্চন। সাবাসি মহিলে! সসম্ভ্রম সসম্মান
নৃপ-দুহিতায়! ধন্য মানি তব বাণী।

গরব। ধন্যা সুতে! বুদ্ধিমতি! গরব-গৌরব!
ধন্য হে কাঞ্চন! মম সংসার-সৌরভ!
ধন্যা রাজ্ঞী!—হেন কন্যা জঠরে যে ধরে!

অনুরতি। দাসী মাত্র। নাহি সাধ্য, সাধি অন্তরায়,
বিধি-দত্ত দেব-বাক্য, লঙ্ঘিতে স্বেচ্ছায়।

রাজরাজ্যেশ্বর! দাসী-মিনতি চরণে,
পরিত্যজ্য দেবনিন্দা মঙ্গল বিধানে।

গরব। নির্ব্বাক্ হেরিতে চাহি, মম মহিষিরে।

অনুরতি। দেবাদেশ শিরোধার্য্য! রহিব নির্ব্বাক্।

অনুরাগ। রাজরাজ্যেশ্বর! প্রভু! জনক আমার!

গরব। কি কহিতে চাহ? কহ; স্নেহের নন্দিনি!

অনুরাগ। মহামতি বিজ্ঞ পিতঃ! অজ্ঞান সমান,
কি কারণ মহেশ্বরে হেন নিন্দাবাদ?
পূর্ব্বজন্মকর্ম্মফলে ধরাধামে পিতঃ!
রাজরাজ্যেশ্বর আজি! পুনঃ কর্ম্মফলে
অসম্ভব অবসান, নহে কদাচন।
তেঁই পিতঃ! কন্যা যাচে, শুভ দেবস্তুতি।

গরব। দেবস্তুতি! কোথা দেব? অজ্ঞানা বালিকে!
শ্রুত, শক্তি বিদ্যমানা বিশ্ব অণুমাঝে।—
অজ্ঞ মাঝে অজ্ঞজন-ভ্রান্তির প্রচার!
জড়স্তূপ মাত্র বিশ্ব! অণু কোথা তাহে?
মিথ্যা "অণু" মাঝে,—মিথ্যা "শক্তির বিস্তার।"
মিথ্যা "জন্মান্তর"! মিথ্যা "সংস্কার" ভারতী।
অমূলক! ভিত্তিহীন! অস্তিত্ব-বিহীন!—
রাজরাজ্যেশ্বর মাত্র সর্ব্বশক্তিমান;
বিশ্বে বরাভয়-স্থিতি-প্রলয়-কারণ।
কেবা দেব বিশ্বমাঝে রাজ্যেশ্বর বিনা?
দর্শনে যাঁহার, সবে অবনত শির?—
উন্মুক্তা ধরণী-পৃষ্ঠে, তপন-কিরণে,

প্রক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড,—নিশ্চল, নির্ব্বাক্!
শত পদাঘাতে নাহি বাক্য নিঃসরণ!
সন্তপ্ত,—ক্ষমতাহীন,—আতপ বারিতে!—
অজ্ঞ জনে আখ্যাদানে,—"শিব"—"মহেশ্বর"।
মঙ্গল-বিধান যাচে, তাহার সকাশে।
ভূপতি-গরবভরা শিক্ষিতা দুহিতে!
এ হেন অজ্ঞতা তব কভু নাহি শোভে।

অসূয়া। বাচালতা কহি। অজ্ঞতা নহেক পিতঃ!

কাঞ্চন। অবশ্য শাসনযোগ্য হেন বাচালতা!

অনুরতি। (সভয়ে) মহারাজ! ক্ষুদ্রমতি,—অজ্ঞানা বালিকা!

অসূয়া। অজ্ঞতার আছে সীমা!—নৃপতি-অবজ্ঞা!

অনুরতি। না, না!—এ অবজ্ঞা নহে!—শুধু অজ্ঞানতা!

অনুরাগ। হের অহঙ্কারে পিতঃ! ভ্রান্ত মতি আজি।
নহে বাচালতা মম; নহেক অজ্ঞতা।
নহে ভ্রান্তি!—দিব্যজ্ঞান; বিজ্ঞান-বিদিত!—
পশু-শক্তি নাহি দানে দিব্যজ্ঞান জীবে।
বলশ্রেষ্ঠ করিবর,—অজ্ঞতা কারণ,—
মাহুতের ক্ষীণ করে, অঙ্কুশ আঘাতে,—
পরার্থে চালিত,—অন্ধ,—শক্তি মূর্ত্তি ধরি।
আনায়ে দুর্ব্বল নর বাঁধে পশুরাজে!—
দিব্যজ্ঞান দেবদান। লভ্য কর্ম্মবলে!—
নৃপতি-মর্য্যাদা তব, লব্ধ কর্ম্মফলে।
সেই সে প্রভাবে পিতঃ! নাহি শক্তি নরে
পশিতে আপন পার্শ্বে!—আতপ-কিরণ,

দিব্য জ্যোতিঃ দেবতার। দেব-উপেক্ষিত।
শিলা তাহে নহে ক্লিষ্ট মানব সমান।
প্রক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড দেবতা নিশ্চয়!
যে শক্তি প্রভাবে পিতঃ! সম্মানিত নৃপ,
উহা হ'তে শক্তি, শিলা বহে উচ্চতরা।
দীপদগ্ধ অঙ্গে সহি অসহ্য যন্ত্রণা;
বহ্নি-তপ্তা শিলা, ক্ষণে লভে স্নিগ্ধ কায়া।
নর-শেষ-ভস্মাকারে উড্ডীন পবনে;
দগ্ধ শিলাচূর্ণ রচে বিমল প্রাসাদ!—
ব্রহ্মময় ত্রিভুবন!—সেই সে কারণ,
ব্রহ্ম মানি শিলাখণ্ডে; প্রণমি তাঁহায়।

(প্রণাম।)

গরব। আরে! অজ্ঞানা নন্দিনি! ত্রিভুবনময়
অণু পরমাণু কোথা? যাহে ব্রহ্ম রয়?

অনুরাগ। স্থূলদৃষ্টি তব পিতঃ! স্থূলমাত্র হেরে।
স্থূল নাহি হেরে বিশ্বে অণু পরমাণু!
সবলে প্রক্ষিপ্ত লোষ্ট্র শিলাবক্ষো'পরে
প্রত্যাগত হেরি পুনঃ প্রক্ষেপক-করে।
প্রতিদান-শক্তি,— কহ সুবিজ্ঞ জনক!
প্রক্ষেপক-করে স্থিতা; অথবা শিলায়?

গরব। অবরোধে নরশক্তি প্রত্যাগতা নহে।

অনুরাগ। সেই অবরোধ-শক্তি ন্যস্তা শিলামাঝে।

গরব। আরেরে উদ্ধতা বালা! ত্রিভুবনময়
অণু-পরমাণু রন্ধ্রে, যদি ব্রহ্ম রয়,

ধরা পৃষ্ঠে নৃপ শ্রেষ্ঠ ; নিত্য ব্রহ্মময়!—
সে কেন দেবতা পাশে যাচিবে আশীষ ?

অনুরাগ। দিব্যজ্ঞান নহে পিতঃ! ঔদ্ধত্য চঞ্চল।
"ত্রিভুবন ব্রহ্মময়" অব্যর্থ এ বাণী।
বিশ্বমাঝে, দেব-ভ্রান্ত আত্মমত্ত নৃপ,—
ব্রহ্মে পূর্ণ নহে ;—পিতঃ! পূর্ণ অহঙ্কারে।
আপনারে চিন্তে সদা সর্ব্ব শক্তিমান।
ব্রহ্ম হ'তে ভিন্ন পথে চাহে কর্ম্মফল।
বহে নীচ কর্ম্মফল জন্ম জন্মান্তরে!
সদা যেই ব্রহ্ম-অনু হেরে আপনারে,
ব্রহ্ম পূর্ণ হেরে সদা সমগ্র বসুধা,
নাহি প্রয়োজন তাহে, আশীষ, অর্চ্চনা।
বিপর্য্যস্ত কর্ম্মফল স্পর্শে না তাহায়!

কাঞ্চন। অবাধ্যা নিশ্চিত বালা,—পূর্ণ অহঙ্কারে।

অসূয়া। আসন্ন শমন যাহে, সেই ভ্রান্তা নারী,
পতিতা নৃপতি-রোষে পতঙ্গ সমান!

গরব। পতঙ্গের প্রায় পতিতা সে রাজরোষে!

অনুরতি। (গরবভরের প্রতি ব্যাকুল অন্তরে)
অজ্ঞানা-বালিকা।—নাহি হিতাহিত জ্ঞান।
মহারাজ! ক্ষম দোষ ; অজ্ঞানা দুহিতা!

গরব। মূঢ়া কন্যা ; জ্ঞানহীনা! উদ্ধতা বালিকা!-
মানে শিলা, রাজশক্তি হেরে উপেক্ষায়!

অনুরতি। মানে রাজশক্তি!—উপেক্ষায় নাহি হেরে।

অনুরাগ। মানি নিত্য ব্রহ্মে! রাজশক্তি মায়া মাত্র!

মায়া-রাজশক্তি-শাসিত সাম্রাজ্য পিতঃ!
অক্ষম রোধিতে নব-গ্রহের বৈগুণ্য;
অক্ষম রক্ষিতে রাষ্ট্র, ভাগ্য-বিচূর্ণিত।

গরব। শুন!—শুন বাণী! প্রলাপ!—বাতুল-উক্তি!
আরেরে অজ্ঞানা বালা! কা'রে গ্রহ কহ?
বৈগুণ্য কি হেতু তাহে? গ্রহ-সাধ্য কিবা,
চূর্ণ করে পূর্ণরাজ্য; রাজ-সুশাসন?—
গ্রহের বৈগুণ্যে যদি রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়,
কিসের কারণ, নর নমে দেবতায়?
গ্রহবল যদি মান্য,—দেবতা কোথায়?

অনুরাগ। প্রজা যাচে সুশাসন, তব রাষ্ট্রে পিতঃ!
দুষ্টের দমন চাহে,—শিষ্টের পালন।
নিয়োজিত সে কারণ, মন্ত্রী,—কোষাধ্যক্ষ,—
কোটাল, আদেশে তব।—এ বিশ্বে তেমতি
বিরাজেন ব্রহ্ম। আদ্যাশক্তি উক্তা,—ব্যাপ্তা,—
ব্রহ্ম-ইচ্ছা-শক্তি, বিশ্বে। মন্ত্রী, দৈবশক্তি!
কোষাধ্যক্ষ, কর্ম্ম,—কৃতশ্রমে দানে অর্থ।
কোটাল, নগর-পাল,—রবি, শশী, নভে;
রক্ষী-কার্য্য সাধে, অন্য গ্রহ উপগ্রহ।
নিয়ন্ত্রিত সবে,—সদা ব্রহ্মাদেশ পালে।
ভেটিতে ব্রহ্মেরে চাহি গ্রহের সন্তোষ;—
সম্রাট-সম্মান কর্ম্ম,—দেবতা-আশীষ।
অবাধে সম্ভবে নরে রাজ দরশন;
কিন্তু বহুপুণ্যসাধ্য ব্রহ্ম-সম্মিলন।

যাঁহার ইচ্ছায়, শক্তি লভে গ্রহচয়,—
যাঁহার কল্পনা,—দিব্যা প্রত্যুষের আভা,—
যাঁহার প্রভায় হেরি প্রভাতের প্রভা,—
যাঁহার ইচ্ছায় লভি প্রদোষ-বিরাম,—
যাঁহার কল্পনা উষা, দিবা, বিভাবরী;
বীণার ঝঙ্কার,—পুণ্য প্রণব যাঁহার,—
যাঁহার আদেশে পুষ্প বিকসি শুকায়,—
"উমা-মহেশ্বর"-মানি সেই দেবতায়।—
তুচ্ছ রাজশক্তি পিতঃ!—মোহের সৃজন!

কাঞ্চন। তুচ্ছ রাজ শক্তি! মাত্র মোহের সৃজন!

অসূয়া। শুন! শুন পিতঃ! অভাগিনী কাল পূর্ণ।

অনুরতি। ভ্রান্তা শ্রুতি!—মাগি ভিক্ষা।—অজ্ঞানা বালিকা!

গরব। ক্ষান্তি!—ক্ষান্তি চাহি!—ভিক্ষা! অজ্ঞানা বালিকা!-
নাহি অনুরোধ।—অবজ্ঞাতা রাজশক্তি!
অপমান, অসম্মান কিবা আছে আর?
পিতৃশক্তি তুচ্ছা হেরে পাপিষ্ঠা দুহিতা।
অম্লান বদনে তাহে, রাজ্ঞী মাগে ক্ষমা।

অসূয়া। নাহি ক্ষমা, দণ্ডনীয়া উদ্ধতা বালিকা!
বধ্যা সে শ্মশান বক্ষে, জহ্লাদ-কৃপাণে।

অনুরতি। রাজার নন্দিনী, তাহে—

গরব। অবাধ্যতা হেরি রাজ্ঞি, কন্যার সমান!
না চাহি দ্বিতীয়া রাণী।—নৃপতি-আদেশ!—
কণ্ঠ-সজ্জা, রত্ন হারে, চূর্ণ করে কুপি
তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে!—কিবা দুর্ভাগ্য উদয়ে,—

আমি রাজরাজ্যেশ্বর,—অসম্মানে মোরে
তনয়ায় ! প্রাণ চাহি হেন দুহিতার।

অনুরতি। হা বিধাতঃ ! ধরাতলে কেন জন্মে মাতা !
(ভূতলে উপবেশন।)
অবোধ বালিকে ! রাজপদে মাগ ক্ষমা।

অনুরাগ। গীত।

তব অনুরতি, তোমার ভকতি,
(মাগো !) দুর্ল্ভা মানিয়া শিরেতে বহি।
যেই দর্পভরে, দেবনিন্দা করে,
সে জনার আমি দুহিতা নহি ॥
দেবতার বালা, দেব-পুষ্পমালা,
(আমি) দেবতার পানে চাহিয়া রহি ॥

গরব। প্রহরী !—জহ্লাদ !—সত্বর জহ্লাদে চাহি।
(প্রহরীর প্রস্থান।)

অনুরতি। (যোড়করে)
অনুরোধ, মহারাজ !—মম অপরাধ !—
স্বল্পমতি দুহিতার—নাহি অপরাধ।

গরব। নাহি ক্ষমা !—অপমান !—পিতৃ-অপমান !
রাজ-অপমান !—দুহিতা-পরাণ চাহি।

অনুরতি। মহারাজ !—বুদ্ধিহীনা !—আপন নন্দিনী !

অনুরাগ। ধৈর্য্য মাগি মাতঃ !—তুচ্ছ পিতা।—বিশ্বপাতা
আকিঞ্চন। দর্পী জনে নহি নম্রশিরা !

রহি বিশ্বপথে ; মাতঃ! যাচি বিশ্বনাথে ;
'দেবতা সেবিকা' মাত্র মম পরিচয়!

অনুরতি। আরে! অজ্ঞানা বালিকে! কিবা কহ কারে?
মহারাজ!—অভাগিনী মাতা যাচে ক্ষমা।

অসূয়া। উদ্ধতা কন্যারে ক্ষমা!—সর্পে দুগ্ধ দান!

কাঞ্চন। হেন ঔদ্ধত্যের ভবে নাহিক উপমা!

অনুরতি। ঔদ্ধত্য অযথা। নাথ!—অজ্ঞানা বালিকা!
ক্ষমা!—মহরাজ!—ক্ষমা মাগে অভাগিনী।

গরব। নাহি সাধ ; রাজ্ঞি!—নৃপ নহে জ্ঞাত ক্ষমা,
নাহিক দুহিতা মম। নাহিক মমতা।
মার্জ্জনা সম্ভবা নহে, হেন অপরাধে॥

অনুরতি। (নতজানু হইয়া করযোড়ে) গীত।

সীমন্তের শোভা নাথ! দাসী তব ধরে পায়।
করযোড়ে সকাতরে রাজপদে ভিক্ষা চায়॥
তোমারি করমে গড়া, তোমারি সোহাগে ভরা,
রত্নভরা বসুন্ধরা, হেরে দাসী উপেক্ষায় ;—
হৃদিতন্ত্রে অস্ত্র তার,—হৃদিযন্ত্রে কোমলতার,
স্নেহলতা অনুরাগ,—ভিক্ষা মাগে দুহিতায়॥

(প্রহরীর সহিত জহ্লাদের প্রবেশ।)

গরব। দুহিতায় বন মাঝে!—হিংস্রক গরাসে!

অনুরতি। (গাত্রোত্থান করতঃ জহ্লাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান্ হইয়া)
মহারাজ! মহারাজ!

মাগি ভিক্ষাদান, দুহিতার প্রাণ,
আপন পরাণ স্বেচ্ছায় ত্যজিব।
কন্যা অনুরাগে, রাজ্ঞী ভিক্ষা মাগে,—
কন্যা বিনিময়ে, বহ্নিতে পশিব।

গরব। (জহ্লাদের প্রতি) দুহিতার—

অনুরতি। (জহ্লাদের প্রতি)
মম স্নেহ লতা,—ভূপাল-দুহিতা,
যতনে পালিতা,—বিধি সাধে বাদ!
ধরম অজ্ঞাতা;—মরম পীড়িতা!
নৃপতি উপেক্ষা,—মম অপরাধ!
চল ত্বরা চল, মোরে লয়ে চল,
শ্মশানে বধিয়া, রাজাদেশ পাল।
(নৃপ প্রতি) থাক সুখে তুমি,—থাক্ পুণ্য ভূমি,
পুণ্য রাজকুলে ঘুচুক জঞ্জাল।

গরব। ক্ষান্তি! ক্ষান্তি চাহি রাজ্ঞি!—বাচালতা ক্ষান্তি!

অনুরতি। মাতৃ-মমতায় দেব আজ্ঞা,—ক্ষান্তি তরে,!

(ধরাপৃষ্ঠে উপবেশন।)

অনুরাগ। (করযোড়ে অনুরতির প্রতি)
ক্ষুণ্ণা বালা ধৈর্য্য মাগে জননী-চরণে।

অনুরতি। ক্ষান্তি চাহে পতি মোর,—হৃদয়-দেবতা!

(অশ্রুমোচন।)

গরব। (জহ্লাদের প্রতি)
অবাধ্যা উদ্ধতা বালা, তুচ্ছে রাজ্যেশ্বরে।

(কর্ম্মক্ষয়ের ত্রস্ত ভাবে প্রবেশ।)

কর্ম্মক্ষয়। আমি খুঁজ্‌চি কত অবিরত—

গরব। দূর হও মূঢ় দ্বিজ!—ত্বরা দূর হও

কর্ম্মক্ষয়। (স্বগতঃ) এই রে বাবা! (প্রকাশ্যে) আমোদ ক'রে এলাম।—গিরিজা কুমার—

গরব। দূর হও!—পুনরায় কহি,—দূর হও!

কর্ম্মক্ষয়। এই,—দূর হ'তে আসা,—গৃহে চাহে বাসা—

গরব। যাও! দূর হও! নহে,—বধিব পরাণ।

(তরবারি লইয়া তাড়না।)

কর্ম্মক্ষয়। (সভয়ে) আমি,—আমি—নই মহারাজ!—উড়িষ্যার রাজকুমার মহারাজ!—আতিথ্য—

গরব। না জানি আতিথ্য! ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি মানি।
দূরীভূত কর তাহে।—যাও!—দূর হও!

কর্ম্মক্ষয়। (স্বগতঃ) একি ফ্যাঁসাদ রে বাবা!—একি রে বাবা!

(দ্রুত প্রস্থান।)

অনুরতি। (দণ্ডায়মানা হইয়া) মহারাজ! অতিথি—

অনুরাগ। অতিথি দুয়ারে; হেন প্রত্যাখ্যান তাহে!

গরব। না মানি অতিথি!—আরে—প্রহরী!—জহ্লাদ!

প্রহরী। মহারাজ!

জহ্লাদ। ভৃত্য উপস্থিত।

গরব। লয়ে যাও পাপিনীরে অরণ্য মাঝারে।
বৃক্ষকাণ্ডে অবাধ্যারে করিবে বন্ধন।
হিংস্র বন্য পশু, দন্তে বিখণ্ডিবে দেহ,—
কড়মড়ি অস্থি চর্ম্ম চর্ব্বিবে যখন,—
তখন প্রত্যক্ষীভূত হবে দৈববল!

অনুরতি। (নয়ন মুদিত ও কর্ণে হস্ত প্রদান করতঃ)
ও হোঃ! বধির শ্রবণ—অন্ধ দু নয়ন!

অনুরাগ। বিশ্বনাথে হেরে তুচ্ছ, বাতুল যে জন!

গরব। যাও!—যাও!—ল'য়ে যাও! অরণ্য মাঝারে।

অনুরতি। (বাধা প্রদান করতঃ) অপরাধী নহে বালা!—প্রভো!
মহারাজ! অপরাধী, মাতা তার!—বালিকা দুহিতা!
নাহি করি দুহিতায় যোগ্য শিক্ষাদান।—
নহে অপরাধী বালা,—অপরাধী মাতা।

গরব। প্রাণদণ্ড উপযুক্ত, অবাধ্যা দুহিতা।—
প্রহরী! জহ্লাদ! বাঁধি লয়ে যাও ত্বরা।

প্রহরী। শিরোধার্য্য রাজাদেশ। (প্রহরী কর্তৃক অনুরাগকে বন্ধন।)

অনুরতি। হৃদি-স্নেহলতা।—অহো কঠোর বিধাতা! (ভূতলে পতন।)

অনুরাগ। মাতঃ! রাজ্ঞি! স্নেহময়ী জননী আমার!
কি হেতু কাতরা হেন?—মন্ত্রী-লাঞ্ছনায়,
দেব-অবজ্ঞায়, কাতরা দুহিতা তব।
দণ্ড দানে ভক্তিহীন, বুদ্ধিভ্রংশ জন!
দেবী মম তুমি মাতঃ! দেহ পদধূলি। (পদধূলি গ্রহণ)
মাতৃ-আশীর্ব্বাদ গ্রহি শিরে,—অনায়াসে,
উত্তরিব বিঘ্ন, সবে। অজ্ঞান,—নাস্তিকে,
বিধিমত দণ্ডদানে, আছেন দেবতা।

গরব। আরে রে জহ্লাদ! শক্তিহীন জড় প্রায়,
রহ স্থির!—শুন দোঁহে নৃপ-অপমান?
কন্যা নহে;—অরি মম।—যাও ল'য়ে ত্বরা।

অনুরতি। মহারাজ! মহারাজ!—প্রহরী!—জহ্লাদ!

জহ্লাদ। মহারাজ! রাজবালা!—স্নেহের দুহিতা।

অনুরতি। প্রাণের দুহিতা মম,—হৃদি-স্নেহলতা!

প্রহরী। মহারাজ!

অনুরতি। যে আছ যথায়,—পুষ্প, ফল,—তরু, গুল্ম,—
মাগ কন্যা-প্রাণ!—ওহো! অভাগিনী মাতা!—
রাজরাজ্যেশ্বর পদে সবে মাগ ক্ষমা।

গরব। অপমান!—নাহি ক্ষমা!—নাহিক মার্জ্জনা!
পাপিষ্ঠারে ত্বরা ল'য়ে যাও বনমাঝে।
কঠোর বন্ধনে বৃক্ষে বান্ধিবে বালায়।
শ্বাপদ ভল্লুক গর্ভে ত্যজিবে তাহারে!—
তুচ্ছে!—অবহেলে!—অপমানে রাজ্যেশ্বরে!—
স্নেহের কাঞ্চন! কার্য্যভার তব করে। (প্রস্থান।)

অনুরতি। (পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে)
দুহিতায় ভিক্ষা মাগে মহিষী আপন।
(প্রত্যাবৃত্তা হইয়া)
হে বিধাতঃ! পদে সঁপি দুহিতা-পরাণ!

অনুরাগ। নাহি ডর মাতঃ! সাথে আছেন দেবতা।

অনুরতি। (বাধা দিয়া) কোথা যাবে? — নাহি দিব মম অনুরাগে।

কাঞ্চন। ত্বরা লয়ে চল; পাল নৃপতি-আদেশ।

(সবলে অনুরাগকে লইয়া প্রহরী ও জহ্লাদের সহিত প্রস্থান।)

অসূয়া। পিতৃ অপমান! চাহি দণ্ডের বিধান। (প্রস্থান।)

অনুরতি। শুনিল না! গলিল না পাষাণ-হৃদয়!—
হে বিধাতঃ! তব শ্রুতি মাগিছে জননী। (ভূতলে পতন।)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

(উড়িষ্যা রাজসভা।)

(গিরিজাপতি, মন্ত্রী, সভাসদ্গণ, কোটাল, নগরপাল, প্রহরী এবং শৃঙ্খলিত বিমল।)

গিরিজা। হেন দুষ্প্রবৃত্তি! মম রাষ্ট্রে চৌর্য্যবৃত্তি!—
স্বভাবে, অভাবে কিম্বা সাধ অত্যাচার?—
কহ দুষ্ট! কি কারণে চৌর্য্যবৃত্তি সাধ?—
তুচ্ছ কর হার! ভার নাহি প্রজা শিরে;
শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র;—মাদকবর্জ্জিত দেশ;—
বিলাসিতা,—ব্যভিচার,—নাহি লভে স্থান।
অত্যাচার, প্রবঞ্চনা, অজ্ঞাত সবায়।
নাহি রাষ্ট্রে রোগাধিক্য; সুস্থকায় প্রজা!—
কহ! কি কারণ,—আরে দুষ্ট নরাধম!
পরধন প্রয়োজন?—বহু শ্রমলব্ধ,—
পুণ্যার্থে সঞ্চিত অর্থ;—নহ অবিদিত।
কি কারণ চৌর্য্যবৃত্তি সোদর-আলয়ে?
অভাবে যদ্যপি সাধ; কহিব উপায়।

স্বভাবে যম্ভপি সাধ, বধিব পরাণ!
মম রাষ্ট্রে তস্করের নাহি তিল স্থান!—
মূক কহ কি কারণ? নাহি সরে বাণী?
পাপকার্য্য সাধিবারে অতীব নিপুণ,
এবে কেন রহ স্থির স্থবির সমান?

বিমল। (করযোড়ে) মহারাজ!
নির্ম্মল স্বভাব হেতু, জনক-প্রদানে,
"বিমল" আখ্যাত দাস। প্রিয় প্রতিবাসী।
হে ভূপাল! পুত্র, জায়া,—কায়া মম সবে।
ভূপতি চরণে হেন,—নিবেদিতে, প্রজা-
বিষাদ-কাহিনী; মম তস্কর-আচার! (রোদন।)

গিরিজা। (ব্যথিত ভাবে)
কি বিষাদ?—মম প্রজা কিবা দুঃখ সহে?
কি কারণ তস্করতা?—আছে কর্ম্মচারী।—
রাজ-দরশনে, হেন পাপ আচরণ!—
মন্ত্রিন্! রাজদরশনে পাপ প্রয়োজন?

মন্ত্রী। উল্লঙ্ঘন প্রয়োজন, দুর্ভেদ্য দেউলে।

গিরিজা। 'দুর্ভেদ্য দেউল' কহ রাজদরশন?
পিতারে হেরিবে পুত্র,—অবরোধ তাহে!

মন্ত্রী। প্রজার বদনব্যক্ত কাহিনী প্রকাশে,—
অপরাধ-দরশন-যোগ্য-নৃপমণি।

গিরিজা। এ কি প্রহেলিকা! মম রাষ্ট্রে নাহি লভে
রাজদরশন প্রজা, বিনা অপরাধ?
কহ মন্ত্রিন্! কহ শুনি, কারণ ইহার?

মন্ত্রী। রাজপার্শ্বে রহি সদা, কহি যুক্তিবাণী।
নহি জ্ঞাত, নৃপমণি! অযুক্তি কাহিনী।
প্রকৃষ্ট কারণ ব্যক্ত, প্রজা-নিবেদনে।

গিরিজা। কহ পুত্র! কে নিবারে রাজদরশন?

বিমল। কি কহিব, নৃপশ্রেষ্ঠ! শঙ্কিত হৃদয়।
নভে ভাসি প্রভাকর বিতরে কিরণ;
তুচ্ছ বালুকা উত্তাপে, ব্যথিত পথিক।
না লঙ্ঘিব দেব! তব প্রাসাদ-দুয়ার,
রাজকর্ম্মচারীরোষ বিচূর্ণিবে মম
"ঔদ্ধত্য" আখ্যাত, স্বার্থে পরহিত ব্রত।

গিরিজা। "স্বার্থে পরহিত ব্রত?" কি অর্থ ইহার?

মন্ত্রী। স্বার্থসাধা ব্রত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ
লাভ আশে, সাধে নর ব্রত চিরদিন।
পুষ্ট তাহে বিপ্রবৃন্দ, জনসঙ্ঘ সহ।
স্বার্থকৃত পুণ্যব্রত, স্পর্শে স্বার্থে, পরে।
হিন্দুস্থানে তেঁই প্রভু! হিন্দু নরপতি
স্কন্ধে নাহি বহে দুর্ব্বহ প্রজার ভার।
প্রজা নহে দুস্থ, বহু কর-উৎপীড়নে।
অশ্রুত দুর্ভিক্ষ রাষ্ট্রে,—প্রজা-অবসান।
প্রতিষ্ঠিত দেবালয়, অনাথ-আশ্রয়ে।
প্রজাদত্ত অন্নসত্রে প্রজা অন্ন লভে;
প্রজাখাত জলাশয়ে পিপাসা নিবারে;
প্রজাদত্ত বত্মে সাধে তীর্থ পর্য্যটন।
শ্রান্ত পান্থ লভে ছায়া, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠায়।

বিনাব্যয়ে লভে প্রজা সূক্ষ্ম সুবিচার ;
ভ্রাতৃদানে,—গুরুগৃহে বিদ্যার অর্জ্জন।
নির্ধনে সাহায্য দানে আদান প্রদান।
তীর্থযাত্রী-সুখে হেরি অতিথি-সৎকার ;
প্রজা-লঘু-আনুকূল্যে মুষ্টিভিক্ষা দান।
জন্মে,—উপার্জ্জনে,—পুণ্য আহারে বিরামে,—
ধর্ম্ম যাচে হিন্দু,—শ্রেষ্ঠ দেবতা সমান।

গিরিজা। হিন্দুজন্ম ধন্য মম! ধন্যা জন্মভূমি! (প্রণাম।)
ধন্য ব্রত, যাগ, যজ্ঞ, বিজ্ঞান-বিধান।
(বিমলের প্রতি)
"স্বার্থে পরহিত" বৎস! কহ কি কারণ?

বিমল। রাজপদে, মম স্বার্থে বিষাদ বিস্তারি,
নির্ব্বাপিব হৃদিজ্বালা, দুষ্ট-দণ্ড হেরি।
পরহিত হবে সাধ্য, রাজ-সুবিধানে।

গিরিজা। যজ্ঞে মম নিয়ন্ত্রিত বিধি বিদ্যমান!

বিমল। রাজনিয়ন্ত্রিত রহে রাষ্ট্রের বিধান ;
পুষ্ট তাহে স্বার্থপর রাজকর্ম্মচারী।
ঘন, ঘন আবরণে, রবিকর প্রায়,
রাজবিধি প্রজা-ইষ্ট সাধিতে অক্ষম!
রহে প্রাচীন প্রবাদ, নিবেদি চরণে,—
"বুল্ বুলিতে ধান্ খেয়েছে, খাজ্‌না দিব কিসে?"
জ্ঞাত অর্থ নৃপমণি অবশ্য ইহার।
তুচ্ছ ধান্য ভক্ষে ক্ষুদ্র বিহঙ্গম।—তাহে,
অক্ষম-করদ-প্রজা-কাতর-রোদন!

ডরে প্রকাশিতে নারি পীড়ন-কারণ,
সঙ্কেতে প্রকাশে প্রজা মরম বেদনা।

গিরিজা। দানি আজ্ঞা সন্তানের শৃঙ্খল মোচনে।
(কোটাল ইঙ্গিতে প্রহরী কর্ত্তৃক বিমলের শৃঙ্খল মোচন।)
রহি শ্রুত এ প্রবাদ। অজ্ঞ,—এত দিনে,
সক্ষম ভাবার্থ লাভে।—কহ পুত্র প্রজা!
রাজ-কর্ম্মচারী-কীর্ত্তি মম রাষ্ট্র মাঝে।

বিমল। কেমনে বর্ণিব দেব! নিদারুণ বাণী?
প্রজাক্ষেত্র-শস্য, ফল, সরোবর-মীন,
বলে হরে শক্তিমূর্ত্তি রাজকর্ম্মচারী।
ধনবান ক্রীত দুগ্ধ দরিদ্র-সম্বল!
দারাসুত সহ প্রজা সহে অনশন।
শূন্য পাত্র ক্রোড়ে,—শিশু পিতৃমুখ হেরে।—
সেই মর্ম্মভেদী দৃশ্য বর্ণিবার নহে!—
পুষ্টি-তুষ্ট-রাজ-পুত্রে পুলক্ নয়ন্—
প্রত্যক্ষিত যদি সেই দারুণ দর্শন,—
তা'হলে বর্ণিত দৃশ্য,—হৃদি বিদারক,—
ঘটিত ধারণা-সাধ্য ভূপতি সকাশে।
হায় বিধি! কেন জন্মে অভাগা ভুবনে! (রোদন।)

গিরিজা। (অশ্রুমোচন করিয়া)
বহে অশ্রু পিতৃ-চক্ষে, সন্তান-রোদনে!—
রাষ্ট্র-সুশাসনে সদা বাধ্য কর্ম্মচারী,—
নির্দ্দয়,—রাক্ষস,—প্রজা-গ্রাস নিত্য হরে!—
বিচিত্র বিধান!—মন্ত্রিন্! অলৌকিক বাণী!—

রাজকর্ম্মচারী সাধে পিশাচ ধরম !
নৃপতি-সন্তান, প্রজা, বহে অনশন !—
বিধাতা নির্ণীত,—কোন্ অশ্রুত নিরয়
কৃতঘ্ন,—পিশাচ,—কর্ম্মচারী-যোগ্য-বাস ?
প্রহরী ! নগরপাল ! সহর কোটাল !
কোন্ পৈশাচিক দণ্ড বিহিত সবার ?

কোটাল। মিথ্যাবাদী মিথ্যা রটে, নৃপতি-চরণে !
পাপিষ্ঠ,—তস্কর,—দানে মিথ্যা অপবাদ।

গিরিজা। নির্দ্দয় পিশাচ !—আরে কৃতঘ্ন পামর !
বদন-কালিমা তব ঘোষে সত্যবাণী।
পাপ কার্য্য সাধিয়াছ রাজশক্তিবলে !
সাধিয়াছ রাষ্ট্রক্ষয় দেব-অভিশাপে !

(বিমলের প্রতি)

কহ পুত্র ! পিতৃপার্শ্বে,—কহ,—কি কারণ,
নাহি দান এ কাহিনী,—পীড়ন-বারতা ?

বিমল। সাধ্য কা'র !—কেবা বহে দ্বিতীয় মস্তক,
কহে রাজ-কর্ম্মচারী-অত্যাচার-বাণী !
পঞ্চায়েৎপতি রহে, রাজ-নিয়োজিত।
লভি পক্ষে তাহে,—অবিচারে,—অত্যাচারে,—
অশ্রুত নিরয় পুরী,—রচে রাষ্ট্র তব।
পুরাণ কথিত যত নিরয় ঘৃণিত,
অতি তুচ্ছ,—শান্তিময়,—পুণ্যনিকেতন,—
রাজ-কারাগারে গুপ্ত-কক্ষ-তুলনায়।
(কোটাল ও নগর পালের ভীতি শিহরণ।)

গিরিজা। প্রেতপুরী রাষ্ট্র মম, পিশাচ-আবাস!
ভীষণ-তাণ্ডব-নৃত্য-নিত্য-রঙ্গালয়!

(কোটালের প্রতি)

আরে রে কোটাল! পাষণ্ড নগরপাল!
কারাগারে গুপ্তকক্ষ!—রাজ-অগোচর!

কোটাল। গুপ্তকক্ষ নহে যোগ্য রাজ-দরশনে।

গিরিজা। মম রাষ্ট্র প্রেতপুরী, পামর-পীড়নে;—
দরশন নহে যোগ্য!—কহ কি কারণ,
রাজ-অগোচর প্রজা-দণ্ডের-বিধান?—
নির্ব্বাক্ কি হেতু!—সভয় নয়ন কেন?
প্রদান উত্তর।—দুষ্ট! পাষণ্ড! বর্ব্বর!

বিমল। স্বতন্ত্র সে রাষ্ট্র, বহে কোটাল-বিধান।
রাজবিধি সে নিরয়ে নাহি লভে স্থান।
প্রতি ধূলিকণা,—নৃপ!—তীক্ষ্ণ পরীক্ষায়,
প্রকাশিবে যাতনাশ্রু,—প্রজার রোদন;—
প্রজার শোণিত স্রোত, গুপ্তহত্যা করে।
পুরাণ-অজ্ঞাত, ধারণা অতীত বাণী!—
প্রজা-পিতা, হে ভূপাল!—পুত্র-রক্ত-সিক্ত,
পিশাচ-অধম-কীর্ত্তি,—হেরিবে নয়ন!
পরীক্ষা,—গণ্ডুষ মাত্র জলাশয়-বারি,—
ভাগ্য বর্ণিবারে নারি!—প্রদর্শিবে ভূপে,
কর্ম্মচারী-দুরাচার-বিক্রম-বিধ্বস্ত,—
প্রজা-কান্তা-পুত্র-কন্যা-মেধ-অস্থি-কণা!

কাল নিত্য হরে প্রজা!—রাজকর্ম্মচারী
হরে প্রজা প্রতি পলে বলে বা কৌশলে॥

গিরিজা। (প্রহরী প্রতি)
শৃঙ্খলিত চাহি—কোটালে, নগরপালে।

(প্রহরী কর্ত্তৃক কোটাল ও নগরপালকে শৃঙ্খলিত করণ।)

কোটাল। অলীক তস্কর-বাণী; মিথ্যা! অপবাদ!

নগরপাল। আজ্ঞাবাহী ভৃত্য,—দাসে নাহি অপরাধ।

গিরিজা। পিশাচের আজ্ঞাবাহী, রাষ্ট্র-যোগ্য নহে।
(বিমলের প্রতি)
কহ পুত্র! কহ, প্রজা-পীড়ন-কাহিনী।

বিমল। পঞ্চায়েৎপতি-আজ্ঞামত,—হে ভূপতি!
দুইমাস অবরোধে,—কোটাল কৌশলে,—
দ্বিবৎসর রুদ্ধ রহি নিরয়-নিবাসে।—
দ্বিবৎসর গতে,—সুপ্রসন্ন ভাগ্য আজি!—
লভিয়াছি দরশন ভূপতি-চরণ,—
নিবেদিতে নিদারুণ পীড়ন-বারতা।

গিরিজা। দ্বি মাসের অবরোধে, দ্বিবৎসর কারা!
নিষ্ক্রমণ-দণ্ড হেতু রাজসভানীত!
(কোটালের প্রতি)
ধর্ম্ম অবতার!—কি পিশাচ-ধর্ম্ম ইহা?

(কোটাল ও নগর পালের মস্তক অবনত করণ।)

বিমল। বশ্যতা-কারণ,—ভাগ্যধাতা,—হে রাজন!
অভাগা প্রত্যক্ষে—হরিয়াছে ভার্য্যা তার,
কারাগার মাঝে!—শৃঙ্খলিত হস্ত পদ!—

অক্ষম ভূপাল! উপযুক্ত দণ্ড দানে।—
রাজ্ঞী বিদ্যমানা!—অনুভূতা মর্ম্ম-ব্যাথা।

গিরিজা। অসম্ভব বাণী!—মন্ত্রিন্! সম্ভব বারতা? (অশ্রুমোচন।)

মন্ত্রী। (অশ্রুমোচন পূর্ব্বক) পিশাচ-বিধানে দেব! সকলি সম্ভব।

বিমল। তাহে না বশ্যতা হেরি, শিশু পুত্রে মোর,—
ছিন্ন মুণ্ড করিয়াছে অভাগা সম্মুখে!—
হাসিয়াছে নরাধম হেন কার্য্য সাধি!—
কাতরাশ্রু পূর্ণ মুণ্ড,—ধূলায় লুণ্ঠিত,—
হেরিয়াছে—স্নেহময় পিতার নয়ন! (উচ্চৈঃস্বরে রোদন।)

মন্ত্রী। (রোদন করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইয়া)
যুক্তিদানি রাজ্যেশ্বরে। পিশাচ-নিরয়ে—
নাহি কার্য্য মম। অবসর মাগি নৃপ!

গিরিজা। (অশ্রুমোচন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া)
জাগ্রত!—নিদ্রিত কিম্বা!—সত্য!—কি স্বপন!—
পুত্র মোর! সত্য কহ?—কিম্বা হিংসা, রোষে,
বিপর্য্যিতে কোটালেরে,—কহ মিথ্যাবাণী?

বিমল। উপরে দেবতা স্বাক্ষী, সম্মুখে নৃমণি।
সাক্ষী পুনঃ সূর্য্য, চন্দ্র, বিমল আকাশ।—
প্রতি বর্ণ সত্য।—মিথ্যা বিন্দুমাত্র নহে;—
প্রবঞ্চনা নাহি;—নহি রাজকর্ম্মচারী।—
জহ্লাদেরে দেহ আজ্ঞা দ্বিখণ্ডিতে শির।—
সিদ্ধ মনস্কাম!—পূর্ণ আকিঞ্চন দেব!—
শ্মশান আবাসে ফিরি, কিবা প্রয়োজন?
পূর্ব্বে মাগি, হে ভূপতি! কৃপা অনুমতি,

অত্যাচারী ছিন্নমুণ্ড দানি রাজপদে
জুড়াই হৃদয় জ্বালা,—অসহ্য বেদনা।

(উচ্চৈঃস্বরে রোদন।)

গিরিজা। (রোদন করিতে করিতে)
পিতৃপদে পুত্র যাচে মৃত্যু-আলিঙ্গন!
মম কর্ম্মচারী, তাহে প্রধান কারণ!
কিবা রাজ-সুশাসন!—শান্তির নিদান!
স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ দানে হলাহল!

(প্রহরীর প্রতি)

রথ!—ত্বরা রথ!—কোটালে, নগরপালে,
চাহি সাথে-প্রত্যক্ষিতে তাণ্ডব-সাধন!
প্রজার পীড়ন হেন, নৃপতি-শাসনে!

(প্রেমপীযুষের প্রবেশ।)

প্রে: পী:। অবজ্ঞাত, প্রত্যাখ্যাত!—আতিথ্য-বৈমুখ!
ভূপতি-তনয়, পিতঃ!—কুকুরের প্রায়—
দূরীভূত রাষ্ট্র হ'তে!—হেন অপমান
না সহি জনমে।—চূর্ণ!—গর্ব্ব-খর্ব্ব চাহি।
বিচূর্ণিত অহঙ্কার! গর্ব্ব খর্ব্ব চাহি।

গিরিজা। এক বিপর্য্যয়ে, ঘটে অন্য বিপর্য্যয়!
দুর্নিবার দুঃখে, দুঃখ করে আলিঙ্গন!—
কে করিল প্রত্যাখ্যান?—হেন সাধ্য কার,
কুমারে অবজ্ঞা করে?—দূরীভূত, কহ,
কোন্ রাষ্ট্র হ'তে?—আতিথ্য-বৈমুখ কোথা?—
কিবা প্রহেলিকা-বার্ত্তা প্রদান পিতায়?

কোন্ অভাগায় গ্রহ বৈরী ?—অহঙ্কারে
দূরীভূত করে কেবা গিরিজা-কুমারে ?

প্রেঃ পীঃ। কামাখ্যা-দর্শন পথে,—গরব নগরে,—
ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রপীড়িত,—কুমার আপন,—
মাগিল আতিথ্য। নৃপকুলগ্লানি, গর্ব্ব,
না দিল সাক্ষাৎ।—প্রেরি তুচ্ছ বিদূষকে,
আদেশিলা মোরে অন্যত্র গমনে পাপী।
হিন্দুকুত-রাজপুত্রে-আতিথ্য-বিমুখ!—
ইচ্ছাকৃত অপমানে, নাহি চাহি ক্ষমা।
ঝটিতি সমর মাগি গরব-উচ্ছেদে।

গিরিজা। রণ!—অবশ্য সমর!—পূর্ণ ভাগ্য-লেখা!
স্বেচ্ছায় দলিত তেঁই কালভুজঙ্গিনী!—
প্রের দূত অচিরাৎ সমর জ্ঞাপিতে।—
সাজ!—সাজ সবে!—অচিরে সমর চাহি।
গরব-গরব-খর্ব্ব চাহি এই ক্ষণে।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

(গরবভরের প্রমোদকাননের অংশ।)

(স্বর্গভ্রষ্টা ও কর্ম্মক্ষয়।)

স্বর্গ। আ মরণ্! এখানে ব'সে ব'সে কি আকাশ পাতাল ভাবা হ'চ্চে ? আমি যে গাছের ডালে ডালে খুঁজে বেড়াচ্চি।

কর্ম্ম। পা দেখি? পা দেখি?—তাতো ঠিক্ আছে!—তবে ডালে পা বাড়ালি কি ক'রে? আমার কজন বড় কুটুম্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল? সবাই সহোদর ত?—বটে! বটে!—কালিদাসও—বটে, একদিন,—ডালে ব'সে ডাল কোপাচ্ছিল।—তাই বুঝি আমায় ডালে ডালে খুঁজ্‌ছিলি?

স্বর্গ। তারপর, আমি যেই বীণা হাতে আবির্ভূতা হলুম।

কর্ম্ম। আর বীণায় কাজ নেই দাদা! অমনি বেঁচে থাক।—একা ঐ হুলুম্ বাণীতেই মালুম্।—দুনিয়া টল্‌মল্!—আবির্ভূতা হ'তে হয়, ঐ ভূতের দলের দিকে ঠেল্ মারগে।—ঢের শিক্ষানবিশ, বিদ্যাবাগীশ, ল্যাবেণ্ডিস্,—সাজা বাবু,—পিতৃপুরুষ ঘরজামাই, নিরেট গোদায় উদ্ধার হবে।—আহা! ইতর ব'লে চিরকালের ঠেলা!—তোমার কৃপায় সভাস্থ হ'তে পার্‌বে। চাই কি তীরস্থ পর্য্যন্ত হ'লেও হ'তে পার্‌বে।—আকাট মুর্খ, বড় মুরুব্বি ব'ল্‌তে পারবে।—লোহার কার্ত্তিক, সুপুরুষ দাঁড়াতে পারবে!—ভীড়ং পরিত্যজ্য।—বাস্তু বীণা ঠাকৃরুণ! তাদের ঘাড়ে চাপং কুরু। দেশটাও অত্যাচারের হাত থেকে,—তবু,—অরুচি হওয়া পর্য্যন্ত,—বাঁচুক। পাপাত্মাদের জ্বালায় কত ভদ্র সংসার উদ্ব্যাস্ত!—বলি বাস্তু ঠাকৃরুণ! মহারাজের ওপর নেক্ নজর পড়েছিল কিসের কারণ হে!—বুল্‌ বুল্‌ বস্তা!

স্বর্গ। বুল্‌ বুল্‌ বস্তা কি?—বাস্তু; আবার বুল্‌ বুল্‌ বস্তা কি?

কর্ম্ম। ও এপিটং ওপিটং! একা বুল্‌বুলিতে ধান খেয়ে খাজ্‌না তছ্‌রূপ করায়। আর বুল্‌ বুল্‌ বস্তা খানেকে, ভিটে মাটি ওজড় করে। বারেক দুবার দেউলে বাবু বনায়;—বাস্তুর জ্যেষ্ঠ, সহোদরা। —আর একবার কথা ক দেখি?

স্বর্গ। আমার সাত রাজার ধন এক মানিকে ঘর আলো; আমি আবার

কোন্ রাজার তোয়াক্কা রাখি রে মুখপোড়া?—আমায় রাগাবি, তো ঐ পুকুরে—

কর্ম্ম। উঁহুঁ! বিভভুল্! ভ্রান্তি!—পুকুর নয়, আপনাদের নিবাস পাৎকোয়। তাও এঁদো,—পরিত্যক্ত,—লোকবর্জ্জিত। অত কথা নয়।—শুধু সেতারের একটা পিড়ীং।

স্বর্গ। এখানেও পিড়ীং?

কর্ম্ম। ফের্ পিড়ীং?

স্বর্গ। আ মর্! মর্! পীড়িং কি?

কর্ম্ম। হ'য়েছে। রোগে ধরেছে! নাকি আওয়াজ মালুম দিয়েছে।

স্বর্গ। আমি বুঝি পেত্নী?

কর্ম্ম। আরে রাম কহো!—তুমি হ'লে কাল্দেশে বীণাপানি।—জহুরীতেই জহর চেনে।—স্যাওড়া গাছ দেখে ভয় কর গে। সোণার কমল ব'লে খাতির পাবে। তাদের মরণকালে জপের মালা হ'তে পার্বে।—কাঞ্চনটাও ছোঁক্ ছোঁক্ ক'রে বেড়াচ্চে!—বোধ হয়—

স্বর্গ। কি বোধ হয় রে?—ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়বো না!

কর্ম্ম। ঝ্যাঁটা নয় রে! ছোরা ছুরীর কথা।

স্বর্গ। ছোরাই দেখাক্, আর ছুরীই দেখাক্! আমি ভগী মেথরাণীর গর্ভের মেয়ে নই! আমারও বাঁ পায়ের মেয়ে নাথি আছে।—রাজার জামাই ব'লে মান্বো না।

কর্ম্ম। বড় ভাবিয়েছে!—বোধ হয়, মহারাজকে না নিয়ে ছাড়বে না।

স্বর্গ। মহারাজকে নেবে কি? রক্ষীরা তো রয়েছে!

কর্ম্ম। আপনার কোটে,—ঘরের ভেতর,—রক্ষী কি ক'রবে?

স্বর্গ। তবেই ত! আহা! মহারাজকে কেমন ক'রে রক্ষে করা যায়! যেমন ক'রে হোক্ মহারাজকে রক্ষা কর্।

কৰ্ম্ম। কেমন ক'রে বাগানো যায়! (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা! স্তাখ্, তুই এক কাজ কর্। তুই মহারাণীকে রক্ষা ক'রে যা ; কট্ ক'রে কেউ খুন না ক'রতে পারে।

স্বর্গ। মহারাণীকে আবার কে খুন ক'রবে? অন্দরের চারিদিক শান্ত্রী পাহারায় ঘেরা।

কৰ্ম্ম। আমার অসুয়াটাকেও কেমন কেমন মনে হয়।

স্বর্গ। মেয়ে যে রে!—মাকে খুন ক'র্তে চায়?

কৰ্ম্ম। চায়! চায়! আজকাল ছেলে মেয়েকে দিয়ে লোকে বাপ্ মাকে খুন করাতে চায়। এম্নি শক্ত কাল পড়েছে!—যা হোক্! তুই রাণীর পেছু পেছু থাক্বি। আর ঐ পিশাচটার ওপর নজর রাখ্বি।—আহা! বিধির কার্সাজি!—যেটা মেয়ে ছিল, সেটাকে সরিয়ে দিলে।

স্বর্গ। মেয়ে ব'লে মেয়ে!—জামাইটাতে আর বড়টাতেই তো জেদাজেদি ক'রে মার্লে। (অশ্রুমোচন।)

কৰ্ম্ম। আমি জহ্লাদ আর প্রহরীটাকে জপিয়েও কিছু ক'র্তে পার্লেম না। কাঞ্চনটাই দুষ্মনি সাধ্লে।

স্বর্গ। কি কুক্ষণে মহারাজের কোপ্ পড়্লো গা!

কৰ্ম্ম। যাহোক্। রাজা রাণীকে যেমন ক'রে হোক্, এ দুষ্মনদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ছুরী তুলেছে কি তুই দোড়ে গিয়ে বুক পেতে দিবি। রাণীর বুকে না পড়ে। আমিও মহারাজের পেছু পেছু আছি। কাঞ্চনটাকেও নজরে রেখেছি।

স্বর্গ। এ আবার কি সর্ব্বনেশে কথা রে! পোড়া বিষয় ফেলে দিক্ না বাপু।

কৰ্ম্ম। ঐতো গোল্! বিষময় ব'লেই, এর নাম "বিষয়"।—রমণীর গর্ভ।

হ'লেও প্রাণ্ সংশয়; পালনের দুশ্চিন্তা। আবার না হ'লেও ঘর অন্ধকার!—খুব হুঁসিয়ার্।—মহারাণীর প্রাণ তোর হাতে। মহারাজের প্রাণ আমার হাতে।—পারি কি হারি! প্রাণ পর্য্যন্ত পণ!—বাস্! (প্রস্থান।)

স্বর্গ। এ আবার কি সর্ব্বনেশে কথা গো! (অন্যদিকে প্রস্থান।)

———

তৃতীয় দৃশ্য।

(পর্ব্বত সন্নিকটস্থ ঘোর অরণ্য।)

(জলাশয়তটে, বৃক্ষমূল ভরে, বৃক্ষকাণ্ডে রজ্জু-আবদ্ধা, অনুরাগ।)

(বৃক্ষের উচ্চ শাখারচিত মধুচক্র হইতে পত্র পত্রান্তর দ্বারা মধুবিন্দু অনুরাগের জিহ্বাগ্রে পতিত হইতেছে। ব্যাঘ্র ও ভল্লুকাদি হিংস্রকগণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া এক একবার করুণদৃষ্টিতে তাহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছে। পক্ষীবিশেষে তাহার স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক তাহার বদনে সুপক্ক ফল প্রদান করিতেছে। ভ্রমর ও মধুপগণ তাহার বদনের চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হইয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। কাষ্ঠবিড়াল ক্ষুদ্র দন্তে বৃক্ষের পশ্চাৎ হইতে তাহার বন্ধনরজ্জু ছেদন করিতেছে।)

অনুরাগ। (গীত।)

তোমার সৃজিতা বালা, তোমার চরণ চাহে।
বিজন বিপিন মাঝে, তোমার করুণা গাহে॥
চাহে শক্তি দেহাগারে, চাহে ভক্তি অন্তরতারে,
নিভৃত হৃদয় আজি, বিধাতা বিরাজ তাহে॥

(স্বগত) হের আঁখি বন মাঝে কৃপা বিতরণ।
বিহঙ্গ আহার দানে মাতৃ-মমতায়।
ক্ষুদ্র জীব, কৃপাবশে, মায়াপাশ নাশে॥

(গীত।)

বিজন মাঝারে, পিতা, দুহিতা তোমার।
ভূপতি বধিতে চাহে, পরাণ তাহার॥
বৃক্ষকাণ্ডে বদ্ধ কায়া, দাতা বৃক্ষ দানে ছায়া,
স্বাধীন হৃদয় যাচে স্নেহ অনিবার ঃ—
অলি তোষে মধু দানে, কর্ণপূর্ত্ত গুণ গানে,
হিংস্র হেরি মুখপানে, কি বারতা কহে কার॥

(গীত গাহিতে গাহিতে শিষ্যগণের এবং ব্রহ্মানন্দ স্বামীর প্রবেশ।)

শিষ্যগণ। (গীত।)

সফল মনবাসনা।
যদি ত্যক্তা ভব-কামনা ; (অনিত্যা মোহ-কামনা॥)
ভবভাব হর হর ! হৃদে নিত্য শক্তি ধর,
ভূতনাথ শঙ্কর ! ত্বংহি সর্ব্ব সাধনা॥

ব্রহ্মা। হে শঙ্কর ! আমায় শিক্ষা দান করুন। এই অনুরাগের কণামাত্র আমায় বিতরণ করুন।—শিষ্যগণ ! বৃক্ষকাণ্ড হ'তে দেবীর বন্ধন মোচন কর। (শিষ্যগণ কর্ত্তৃক অনুরাগের বন্ধন মোচন ও তাহাকে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সম্মুখে রক্ষণ।) ভগবন্ ! এই প্রেমকণা বিতরণে

আমায় ধন্য করুন। ধরায় আগমনে ইচ্ছা হয়। পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণে স্পৃহা হয়। বালিকার সাধনা অনুকরণে লালসা জন্মে!—নৃপতি দুহিতা! অবলা,—কুলের ললনা!—বৃক্ষকাণ্ডে রজ্জুবদ্ধা।—বৃক্ষমূল মাত্র আধার!—তথাপি চাহে।—অবোধ বালিকা,—অজ্ঞানা বালিকা,—চরণ অনুরতা,—তথাপি যাচে "তব স্নেহ অনিবার।" হে শঙ্কর! এই অন্ধ অনুরাগ,—অজ্ঞান শিশু, ধ্রুব প্রহ্লাদের ন্যায়,—এমনি অন্ধ অনুরাগকণা—কৃপা বিতরণে অধমকে ধন্য করুন।—এই দুর্লভ অতুলনীয়া ভক্তিতে,—এই অকিঞ্চনকে বহু ভাগ্যবান করুন।—শিষ্যগণ! তোমাদিগের গুরু স্থানীয় আমি নহি। সম্মুখে জগৎগুরু,—এই দেবীকে দর্শন কর। নয়ন সার্থক কর। হৃদয় উন্নত কর। চিত্ত পবিত্র কর। আপনারাও ধন্য হও।—যুক্তকরে দেবী চরণে প্রণাম কর। (প্রণাম) আর প্রাণ ভরে, উচ্চৈঃস্বরে—বল, "হর! হর! শঙ্কর!"

শিষ্যগণ। (প্রণাম করতঃ) হর! হর! শঙ্কর!

(পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি) শঙ্কর!

ব্রহ্মা। জননি! দেব আশীর্ব্বাদে নবশক্তি লাভ করুন। (অনুরাগের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং তাহার মস্তকোপরি হস্ত চালনা।)

অনুরাগ। জয়! জয়! শঙ্কর!—এ জগতে সকলই অসার!—শুধু শঙ্কর!—এ দুস্তর ভব পারাবারে কর্ণধার মাত্র শঙ্কর।—স্নেহের তুলনা নাই। জনকে দুহিতার প্রাণ বধ ক'রতে চান। কিন্তু,—কিন্তু এই বিজন অরণ্য বক্ষে,—হেয় হিংস্রকগণ,—ভয়ানক, পরিত্যাজ্য, হিংস্রকগণ,—ভীতিপ্রদ হিংস্রকগণ,—কেহ মধু পান করায়, কেহ ফল ভক্ষণ করায়; আবার কেহ ভবপাশ নাশ করে!—কত স্নেহ! কত দয়া! অপার করুণা!

ব্রহ্মানন্দস্বামী ও শিষ্যগণ। হর! হর! শঙ্কর!

ব্রহ্ম। শ্রবণ ক'র্‌লে?—দুঃখের অবধি নাহি। যন্ত্রণার পরিসীমা নাহি। তথাপি করুণা গাহে।—অসীম দুঃখ সাগরে নিমজ্জিতা হ'য়ে,—সেই অপার করুণামৃত পান ক'র্‌তে স্পৃহা রাখে।—হে শঙ্কর! এই দয়া,—এই স্নেহ,—এই করুণা বিতরণে আমাদিগকে ধন্য করুন।—সকলে উচ্চৈঃস্বরে নাম গাহ,—হর! হর! শঙ্কর!

শিষ্যগণ। হর! হর! শঙ্কর!

(পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি) শঙ্কর।

অনুরাগ। জয়! জয়! শঙ্কর!—অধমা কন্যার উদ্ধার কারণ, এ বিজন অরণ্যে, সাধু আগমনে দাসী ধন্যা।

ব্রহ্ম। উদ্ধার কর্ত্তা শঙ্কর!—আদ্যাশক্তি মহামায়ে! আমাদিগকে মহাপথ প্রদর্শন কর মা! ঘোর নির্য্যাতন মধ্যে, ভক্তি ভরে, তোমার মত শঙ্কর করুণা গানে,—অধম সন্তানগণকে শিক্ষাদান কর মা!—জগদম্বে! এ অধম সন্তানকে দিব্যজ্ঞানে মহশক্তিশালী কর মা!

(গীত।)

তুমিই দিতেছ দুঃখ, তুমিই মুছাতে চাও।
ব্যথিতেরে ব্যথা দানে, (শ্যামা!) তুমি নিজে ব্যথা পাও॥
অপরাধে, কর্ম্মফলে, কাঁদে জীব "মাগো" ব'লে,
স্নেহে ল'য়ে কোলে তুলে, সন্তানে সান্ত্বনা দাও।
জনম-কলুষ-হরা, (ভব) দুঃখার্ণবে শুভ ভরা,
বিশ্বনাথ-মনোহরা, শান্তিক্রোড়ে তুলে নাও॥

এস মা শঙ্করি! কলুষিত পিতৃপ্রাসাদ, তোমার স্থান নহে মা! লক্ষ সন্তান তোমার স্নেহ-প্রার্থী! কাতর সন্তানের দুঃখপূত দেহমন্দিরে,—

ভক্তিমার্জ্জিত হৃদিপদ্মেই তোমার উপযুক্ত আসন মা!—আগচ্ছ জননি! ও চরণরেণু স্পর্শে অধমের আশ্রম পবিত্র কর মা।—জ্ঞানচক্ষুদানে আমাদিগকে ধন্য কর মা! ভববৃক্ষকাণ্ডে তোমার ন্যায় হস্তপদাবদ্ধ আমরাও যেন শঙ্কর-মহিমা কীর্ত্তনে সক্ষম হই মা!

অনুরাগ। অজ্ঞানা বালিকা মাগে সাধু-পদাশ্রয়।

ব্রহ্মা। ধন্য আজি জন্ম মম জননী-কৃপায়।

গীত।

পাপপুণ্য জনাকীর্ণ, (তব) সাধের বিশ্ব আবাসে।
(শ্যামা) তুমি কাঁদাও যারে, সেই হাসে;
(ওমা) তুমি কাঁদাও যারে সেই হাসে॥
হাসে পুত্র মাতৃকোলে, মা কাঁদান "ঐ জুজু" ব'লে
আতঙ্কেতে শিহরিলে, 'না' 'না' বলে মা আশ্বাসে।
চতুর হয় মা যে তনয়, সে রাখে না জুজুর ভয়;
মায়ের কোলে বদন তুলে, উপেক্ষায় সে অট্ট হাসে॥

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

(কামাখ্যা কারাগারের গুপ্ত কক্ষ।)

প্রহরীদ্বয়।

১ম প্রহরী। আরে!—পালিয়ে আয়! মহারাজ আস্‌ছেন।

২য় প্রহরী। এ দিকে তিনি কখনও আসেন না; ভয় কি?

১ম প্রহরী। একজন রাজপ্রহরী ঘোড়ায় এসে, ব'লে গেল, "জান বাঁচা।"

২য় প্রহরী। এ সব এমনি থাক্‌বে?—সরিয়ে ফেলি না?

১ম প্রহরী। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আয়! প্রহরী ব'ল্‌লে, মহারাজ খাপ্পা হ'য়েছে; সবাইকে কোতোল ক'রবে। রাগে গরবভর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দিয়েছে।—রামে মার্‌লেও মরেছি; আর রাবণে মার্‌লেও মরেছি। এ দিকে মহারাজের ক্রোধ; ওদিকে লড়াই!—পালিয়ে বাঁচি চল্।

২য় প্রহরী। তাই পালাই চল্!—এ শ্যালাকে মেরে যাই। যদি শ্যালা প্রকাশ করে!

১ম প্রহরী। সেই বিম্‌লে শ্যালা নাকি প্রকাশ ক'রেছে। সহর কোটাল, নগরপাল, সবাই নাকি ধরা প'ড়েছে।—মাটীর ভেতরের কথা মহারাজ কিছু জান্‌তে পারবে না। পালিয়ে আয়!—জান্ বাচ্ছা সব একগাড়ে দেবে।

২য় প্রহরী। তবে পালাই চ। জান্ বাচ্ছা নিয়ে, দেশ ছেড়ে পালাই চ।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(ভূমধ্য হইতে পুরুষকার) ভগবন্! এতদিনে কি আপনার চরণে সংবাদ পৌঁছেছে?

(জয়ানন্দের আবির্ভাব।)

জয়া। অন্তর্যামী ভগবান্;—ভাগ্য সাধে বাদ।
কাল পূর্ণ এতদিনে, দেবতা প্রসাদে।
দূর হ'তে উপস্থিত। চাহি ধৈর্য্য তাত!

(ভূগর্ভ হইতে পুরুষকার) কত ধৈর্য্য ধরে, ক্ষুদ্র হৃদি; কহ বিধি!

জয়া। নহি বিধি; বিধিদাস! বিধিকার্য্য সাধি।
সম্পদ নিকট! বৎস! হৃদে ধৈর্য্য চাহি।

(ভূগর্ভ হইতে পুরুষকার) অদৃষ্ট-বিধাতঃ! তবাদেশে রহি আশে।
বহুদিন ধরি আশা; নিরাশায় জড়ি।

জয়া। শুভ নৃপ-আগমন, রহি প্রতীক্ষায়।
আলোক নেহারি দূরে! রহিও নির্ব্বাক্!

(অগ্রপশ্চাৎ মশালহস্তে কারারক্ষী সহ গিরিজাপতি, মন্ত্রী, প্রেমপীযূষ, বিমল, সভাষদ্‌গণ, এবং শৃঙ্খলিত কোটাল ও নগরপালকে লইয়া রাজপ্রহরীগণের প্রবেশ।)

গিরিজা। কারা-পরীক্ষায়, হেন কক্ষ নাহি হেরি।

মন্ত্রী। দেব-যোগ্য নহে নৃপ! ঘৃণ্য এ নিরয়।
হত্যাকারী,—প্রতারক,—পরদাররত—,
অত্যাচারী,—দস্যু,—পাপী,—কোটাল সমান;—
এ সবার সুখরাজ্য,—এ প্রেত-আবাস।

প্রেঃ পীঃ। পিতৃরাজ্যে কারাগার ধরায় নিরয়!

মন্ত্রী। পিতৃরাজ্যবহির্ভূত,—কারা; যুবরাজ!
কোটাল-বিধানবদ্ধ এ পাপ নিরয়।

গিরিজা। কিবা ঘন অন্ধকারে আবৃত নিরয়!

জয়া। নহে অর্দ্ধ সমতুল্য কোটাল-হৃদয়।

প্রেঃ পীঃ। শ্রুত যেন কণ্ঠস্বর! কে রহে গোপনে। (অসি স্পর্শ।)

গিরিজা। (অসি স্পর্শ করতঃ) এ ঘোর তিমির মাঝে কেবা লুক্কায়িত?

জয়া। নহি লুক্কায়িত। রহি রাজ-প্রতীক্ষায়।
বহুদূরদেশাগত,—বহি কার্য্যভার।
পীড়ন-প্রমাণ-হেতু রাজ-আগমন;
প্রত্যক্ষ প্রমাণ নৃপ! সম্মুখে আপন।

বিমল। জগদীশ! ধন্য কৃপা! করুণা নিদান!

কোটাল। দুষ্প্রবৃত্তি প্রেত!—প্রভু! মানব-আকারে।
মন্ত্রী। বিধাতা-প্রেরিত সাক্ষ্য, সন্ন্যাসীর বেশে। (প্রণাম।)
প্রেঃ পীঃ। একি প্রহেলিকা! কিবা আশ্চর্য্য ঘটন! (ঐ)
গিরিজা। হেরি সন্ন্যাসীর বেশ। গ্রহ প্রণিপাত। (ঐ)
জয়া। দেবাশীষ বহ।—কিবা সাক্ষ্য প্রয়োজন?
কোটাল। প্রেত-খেলা মহারাজ! প্রেত এ নিশ্চয়।
গিরিজা। কোটালের অত্যাচার প্রত্যক্ষ কারণ,
আগমন হেথা মম। সন্ন্যাসী সকাশে
কি প্রমাণ বিদ্যমান? সুধাই সম্মানে।
কোটাল। প্রেত এ নিশ্চয়! প্রেতে কি দিবে প্রমাণ?
প্রেঃ পীঃ। প্রেত হেরি ভীত প্রাণ, আততায়ী জনে।
জয়া। বধি নিজ পিতৃব্যেরে, সমৃদ্ধি-সম্মান
নৃপতি-কোটালে। পিতৃব্যের মেধ, অস্থি,
বিনা বিহিত সংকার,—নদীগর্ভে ত্যজি,—
পত্নী. পুত্রে তা'র,—আহা! হৃদয়-রতন,—
বধিয়া গোপনে,—রহে নিশ্চিন্ত অন্তর,—
রাজকর্ম্মচারী,—তব সহর কোটাল।
(কোটালের প্রতি) আরে দুরাচার! হের!—প্রেত কহ কারে।—
পিতৃব্য-প্রেতাত্মা হের সন্ন্যাসী কায়ায়।
কোটাল। (সভয়ে) রক্ষা!—রক্ষা!—রক্ষা মাগি রাজ্যেশ্বর-পদে।
নগরপাল। অধম সহায় মাত্র, নহে অপরাধী।
গিরিজা। গুরুজনে সাধে হত্যা! হেন নরাধম,
মম রাষ্ট্রে শক্তিমূর্ত্তি,—সহর-কোটাল!
মন্ত্রী। অদৃষ্ট লিখন—নৃপ! বিধাতা-কৌশল।

প্রেঃ পীঃ। চণ্ডালের পদাঘাত বিহিত সম্মান।—
এ কি!—ছি! ছি!—কি—দুর্গন্ধ!—কোথা হ'তে পশে?

গিরিজা। হে সন্ন্যাসী! সত্য রহি প্রেতপুরী মাঝে?

জয়া। কোটাল-সৃজিত ইহা দ্বিতীয় নিরয়।

(শূন্যে ইঙ্গিত এবং নেপথ্যে অট্টহাস্য।)

প্রেঃ পীঃ। এ কি প্রহেলিকা!

কোটাল। প্রেত-খেলা!—শূন্যে হাসে!—কে হাসে, কে জানে!

নগরপাল। পদে নহি অপরাধী। মুক্তিদান মাগি।

গিরিজা। অট্টহাস্যে কেবা হাসে?—প্রেত কিম্বা নর?

জয়া। কোটাল-পীড়নে হত; অথবা বারিতে
অসহ্য সে উৎপীড়ন,—উদ্বন্ধনে মৃত,—
অগনন নর নারী।—প্রেতাত্মা সবার,
হের নৃপ ছায়াকারে আপন চৌদিকে।

(প্রেতগণের এদিক ওদিক বিচরণ এবং পুনঃ অট্টহাস্য।)

কোটাল। রক্ষ! রক্ষ নৃপমণি! আহ্বানি সেনায়!

নগরপাল। অভাবে সহায় মাত্র। নহি অপরাধী!

জয়া। অট্টহাস্যে উপহাসে প্রেত রাজ্যেশ্বরে।
কহে "প্রহরি-শাসিত রাষ্ট্রে, [illegible] নৃপ কেবা?"

প্রেঃ পীঃ। আরেরে কোটাল! অত্যাচার-পরিণাম
হের চারিভিতে। চাহ চমূর সহায়?

মন্ত্রী। কৃত-কর্ম্ম-পরিণাম!—পথের সম্বল!

গিরিজা। প্রহরি-শাসন কহ, রাজ-বিদ্যমানে?

জয়া। কেবা রাজা? কোথা রাজা? রাজ-সিংহাসনে?
বিশ্বমাঝে ব্রহ্মশক্তি, প্রতিমাত্র নরে,—

রক্ষি-প্রপীড়িত রাষ্ট্রে, উপেক্ষিত নৃপ ;—
রক্ষি-করে রক্ষা তরে, রক্ষি-কৃপা মাগে।—
হে ভূপতি! চাহ মান? কি সম্মান তব?
কোটাল-সাম্রাজ্যে, তব আলেখ্য বৈভব!—
প্রজার নিশ্বাস প্রাপ্য,— হৃদি-অভিশাপ!

(প্রেতগণের প্রতি) যাও সবে নিজ স্থান! সিদ্ধ মনস্কাম।

(অট্টহাস্য করতঃ প্রেতগণের অন্তর্ধান

বিদিত ভূপাল! যেই ভাব লয়ে, ভবে,
জীব ত্যজে কায়া; দেহান্তরে পুনরায়,
তেমতি প্রবৃত্তি লভি, জনমে ধরায়?
পত্নী, পুত্র, হৃত, হত,—হতাশ্বাস প্রজা,
আত্মত্যাগ কালে সাধে বিষ-উদ্গীরণ।

প্রেঃ পীঃ। দুর্ব্বৃত্ত কোটাল! শুন, "বিষ-উদ্গীরণ"।

গিরিজা। প্রত্যক্ষ প্রমাণ!—সাধে "বিষ-উদ্গীরণ"।

জয়া। সেই বিষে জর্জ্জরিত সাম্রাজ্য আপন।

কোটাল। প্রেত-মায়া!—মিথ্যা সর্ব্ব!—বিন্দু সত্য নহে!

জয়া। হেন অগণন প্রেত,—জন্ম জন্মান্তরে,
সাধিবে বৈরিতা নৃপ! কাল সর্প প্রায়।

গিরিজা। নহি নৃপ।—অপরাধী, অন্য-অপরাধে।

জয়া। প্রজা চাহে রাজবুদ্ধি, ভূপতি-বিধান।
অযাচিত রক্ষিরাষ্ট্র,—কোটাল-শাসন ;—
না চাহে পীড়ন-রাষ্ট্র,—মূর্খের বিধান।
রাজবুদ্ধি যে সাম্রাজ্য শাসনে অক্ষম,
রক্ষিকরে সুশাসন তাহে না সম্ভবে।

প্রেঃ পীঃ। 'রক্ষিরাজ্য' এ সাম্রাজ্য !—কোটাল-বিধান

জয়া। নৃপতি বিলাসে রত। রক্ষী রাষ্ট্র পালে।-
হের লম্বমান নৃপ ! শাসন-শৃঙ্খল,
(যথা বুদ্ধি, সুশৃঙ্খল বিধান তেমতি !)
নিদর্শন হীন রাজ-প্রজার দলনে।
কর, পদাঙ্গুষ্ঠ বদ্ধ,—কূর্ম্মের আকার,—
প্রজ্জ্বলিত বহ্নি'পরে, বিদগ্ধ উত্তাপে,—
যন্ত্রনা-কাতর প্রজা—চাহে রাষ্ট্রক্ষয়।
উদ্গীরিত হৃদিরক্ত, হেরিয়া তাহার,
ত্যজে তাহে প্রতিহিংসাতুষ্ট নরাধম !
মুমূর্ষু-বদনে করে ঘন পদাঘাত।

প্রেঃ পীঃ। হেন কাপুরুষ করে প্রজারক্ষাভার !

মন্ত্রী। বধির শ্রবণ মাগি বিধাতা-চরণে।

গিরিজা। "উত্তপ্ত কটাহে তৈল" নিরয়-কাহিণী !
মম সুশাসিত রাষ্ট্রে, তাহ'তে ভীষণ !

কোটল। প্রেত-মায়া মহারাজ ! মিথ্যা অভিযোগ

গিরিজা। উপাড়ি নয়নদ্বয়, কুক্কুরে প্রদান,
উপযুক্ত দণ্ড তব, পিশাচ-অধম !

জয়া। জ্বলন্ত অঙ্গার রক্ষে প্রজাকরদ্বয়ে ;
যন্ত্রনায় ত্যক্ত যদি, দণ্ড কষাঘাত !

মন্ত্রী। অঙ্গার প্রদাতা তরে কাণ্ড হুতাশন !

গিরিজা। হেন পশুবৃত্তি রাষ্ট্রে দৈনিক ঘটনা !—
'গিরিজা-কলঙ্ক' বার্ত্তা ঘোষিবে জগৎ !
(কোটালের প্রতি) পৈশাচিক অত্যাচার রাজ বিদ্যমানে !

কোটাল। মিথ্যা অভিযোগবার্ত্তা, হিংসা-পরিতোষে।
নগরপাল। নিম্ন কর্ম্মচারী,—বাধ্য, আদেশ পালনে।
গিরিজা। নৃপাদেশ তুচ্ছ! মান্য কোটাল-আদেশ।
(নগরপালকে পদাঘাত করতঃ)
দুর্ব্বৃত্ত নারকী!—ঘৃণ্য মানব আকারে!
মন্ত্রী। পদাঘাতে স্পর্শে পাপ,—ত্যাজ্য দুরাচার!
জয়া। প্রজারে পেশিতে,—অথবা,—প্রদানি গুহে,
বধিতে দুর্ব্বলে,—হের বংশদণ্ড নৃপ!
হের, জলাধার তীব্র বিষ বিমিশ্রিত,—
প্রজা নিমজ্জিতে,—কোটি সূচাগ্র পীড়নে।
হের সুসজ্জিত নৃপ, তীক্ষ্ণ হলাহল!
কেহ উন্মত্ততা দানে কুষ্ঠের সৃজন;
কেহ সাধে হৃদিরোধ,—অস্থি, মেধ ক্ষয়!
মন্ত্রী। নাহি তীক্ষ্ণ হলাহল কর্ম্মচারী বধে?
জয়া। রাজদণ্ড উত্তোলিত, তাহার কারণ।
অশক্তনৃপতি স্থলে,—বিধি বিদ্যমান।—
হের পাত্র নৃপ! নহে,—দানিতে প্রজায়
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, রসনা-আরাম।
নরমলমূত্র তাহে করি আহরণ,
অস্পৃশ্য চণ্ডাল-করে, দানে প্রজা-গ্রাসে।
তৃষ্ণাশান্তি সাধে প্রজা, নিজ মূত্র পানে।
গিরিজা। মম রাষ্ট্রে নিত্য ঘটে অশ্রুত কাহিনী!
প্রেঃ পীঃ। কি শুনাও হে সন্ন্যাসী! মর্ম্মঘাতী বাণী?
জয়া। কিছু নহে যুবরাজ!—রাজকর্ম্মচারী

সুবিধানে পালে প্রজা। রহি সিংহাসনে,—
যেই নৃপ, রক্ষি করে দানে রাষ্ট্রভার,
হেন শাস্তি নিরবধি প্রজা লভে তার ;
প্রজাগ্রাস তরে রহে,— উত্তপ্ত অঙ্গার।

গিরিজা। (কোটালের প্রতি) ছিন্ন মুণ্ড দুরাত্মার, বহ্নির ইন্ধন
হেরিবারে ক্ষিপ্ত হৃদি ;—দুরাত্মা-নিধন।,

জয়া। হের পাত্র, নৃপমণি! অস্পৃশ্য সবার,—
গোরক্ত, শূকর-রক্ত, দানি প্রজাগ্রাসে,
নির্য্যাতিত ধর্ম্ম,—তাহে নিরয়ে প্রেরিতে।
বিপরীত আচরণ নর সাধে নরে!

গিরিজা। প্রজা-ধর্ম্ম-রক্ষা-ভার বহি রাজশিরে।
দুর্ব্বৃত্ত কোটাল তাহে সাধে অন্তরায়।
কোন্ দণ্ড সমুচিত উপযুক্ত তাহে ?

প্রেঃ পীঃ। কণ্টকিত ভূমিগর্ভে জীবন্ত নিধন।

কোটাল। মিথ্যা!—মিথ্যা অভিযোগ!—তস্কর সন্ন্যাসী।

গিরিজা। তস্কর পিতৃব্য,—তুমি সত্যের কেতন!

বিমল। বিমল তস্কর আজি, কোটাল প্রয়াসে।

গিরিজা। (জয়ানন্দপ্রতি) সত্য কহ সাধুশ্রেষ্ঠ? ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর,
প্রজা মোর, নিত্যগ্রাসে মূত্র আপনার ?
ধর্ম্ম-বিগর্হিত,—গোরক্ত, শূকর রক্ত ?
নরে সাধে নরে বিপরীত আচরণ ?
হে সন্ন্যাসী! প্রত্যয় না মানে হৃদি!—সত্য
এ বারতা ?—নিত্য ঘটে এ সাম্রাজ্যে মোর ?

জয়া। প্রতি বর্ণ সত্য নৃপ! কোটাল-বিধানে।

গিরিজা। সাম্রাজ্য এ হেন পাপে রহে বিদ্যমান!—
অহো বিধি!—শত বজ্র উপযুক্ত মোর!
(ভূমিমধ্য হইতে দেবীর আবির্ভাব ও শূন্যে অন্তর্ধান।)
কেবা অন্তর্হিতা আজি?— রাজলক্ষ্মী মোর?
(ভূমধ্য হইতে পুরুষকার) ত্যজি অধম সন্তানে কোথা যাও মাতঃ?
জয়া। (পুরুষকার প্রতি) রাজপদে দানিবারে প্রজার বারতা!
প্রেঃ পীঃ। শত প্রহেলিকা পূর্ণ!—রহি যাদুগৃহে!
গিরিজা। (সবিস্ময়ে) কণ্ঠস্বর শ্রুত যেন!—ভূগর্ভ হইতে
কেবা যেন কিবা কহে!—বিচিত্র ঘটনা!
কোটাল। প্রেত-খেলা!—মিথ্যা সর্ব্ব! সন্ন্যাসী-সৃজন।
জয়া। ব্যোম,—মর্ত্ত্য,—রসাতল,—ঘোষে কীর্ত্তি নৃপ!
মর্ত্ত্যে দুস্থ-আর্ত্তনাদ,—অট্টহাস্য নভে;
বসুমতী দানে পদে বেদনা-বারতা।
পৈশাচিক অত্যাচারে,—ভীষণ গহ্বরে,
(সকলের বিস্ময় শিহরণ)
প্রপীড়িত প্রজা বাসে। অক্ষম রসনা
বর্ণিবারে অলৌকিক, দারুণ কাহিনী।
মানবের কল্পনায় হেন যুক্তি পশে,—
মানব-বিবেক দানে এ হেন বিধান,—
আসুরিক অত্যাচার হেন, সাধ্য নরে;
তব রাষ্ট্রে শ্রুত; অন্যে স্বপন-অতীত।
(ভূমধ্য হইতে পুরুষকার) হে বিধাতঃ! কত দিন?—কত দিন আর,
হেনরাজ্য রবে?—স'ব হেন অত্যাচার?
গিরিজা। হে বিধি! দারুণ বিধি! নিদয় বিধাতঃ!

প্রেঃ পীঃ। কেবা দানে আর্ত্তনাদে দুঃখের বারতা ?

গিরিজা। ইন্দ্রজাল বিস্তারিত, নিশ্চয় নিরয়ে!

জয়া। রক্ষিশক্তি ইহা নৃপ! রাজশক্তি দানে।
শ্রুত অভিশাপ ?—কোটি হেন অভিশাপে
জর্জ্জরিত পুরী তব, নিশ্চিত বিনাশে।
কালসর্প,—শত বিচ্ছু—পোষিত বৃশ্চিকে,
ভীষণ গহ্বর পূর্ণ!—কণ্টকিত ভূমি!—
হেন সুখাসনে,—হেন সুখশয্যাপরে,—
ক্রুর কীট সনে,—বদ্ধ পুত্র প্রজা তব!
কোটালের কীর্ত্তি, তব শাসন বাধানে।—
কীর্ত্তি-নিদর্শনে,—পীড়ন প্রত্যক্ষ হেতু,
সাধিয়াছি রক্ষিকার্য্য. বৎসরেক তরে।

কোটাল। কৃতঘ্ন, পামর দানে অলীক বারতা।

নগরপাল। নাহি মম অপরাধ! আজ্ঞামাত্র সাধি।

জয়া। আদেশে গহ্বর হোক্ মুক্ত আবরণ।

গিরিজা। মম প্রজা,—পুত্রমোর, সর্পের বিবরে! (অশ্রুমোচন।)

মন্ত্রী। ধর্ম্ম-প্রিয় যাচে ধর্ম্ম! সর্পে সর্প চাহে।

গিরিজা। আবরণমুক্ত চাহি ভূমধ্য গহ্বর!

প্রেঃ পীঃ। উন্মুক্ত বিবরপথে বাহিরিবে অহি।
হে রাজন্! রাজপ্রাণ তাহাতে সংশয়।
সম্মানে প্রাসাদে যাচি নৃপতি-গমন।
অপেক্ষিবে দাস দুঃস্থ অভাজন তরে।

বিমল। পিতাপুত্রে, দোঁহে সাধি প্রাসাদ গমন।
মন্ত্রী সনে রবে দাস, লইবারে সাথে,

গহ্বর নিক্ষিপ্ত, দুঃস্থ, দুর্ভাগ্য প্রজায়।

গিরিজা। "নরপতি" খ্যাত ভবে।—এক পুত্র নহে মোর!—
কোটি পুত্র, কন্যা সনে রাহি সিংহাসনে।
মম পুত্র নির্য্যাতিত!—হৃদি-মর্ম্মাহত!—
আবরণমুক্তি চাহি ভূমধ্য গহ্বরে।

(প্রহরীগণ কর্তৃক দেউল সংলগ্ন লৌহ শৃঙ্খল আকর্ষণে গহ্বরাবরণমুক্তি এবং গহ্বর মধ্যে সর্প নিনাদ।)

সভাসদ্‌গণ। কিবা ভয়ঙ্কর! কালসর্প পূর্ণ গুহা!

গিরিজা। (গহ্বরমুখে অগ্রসর হইতে হইতে)
হের—পিশাচ পিতায়!—কোন্ পুত্র!—অহো!
কত পুত্র কালকূট মাঝে কর বাস?

(প্রেমপীযূষ ও মন্ত্রী কর্তৃক বাধা প্রদান এবং দূর হইতে বিমল, সভাসদ্‌গণ ও প্রহরিগণের আতঙ্ক প্রকাশ।)

প্রেঃ পীঃ। পিতঃ! পিতঃ! সর্প পূর্ণ ভূমধ্য গহ্বর।

মন্ত্রী। রাজযোগ্য নহে নৃপ! সর্পের বিবর।

গিরিজা। বিধাতা-বিধান!—পুত্র বাসে অহি মাঝে;
পুত্র ভাগ্যে হলাহল; বৃশ্চিক দংশন।—
রাজসিংহাসন হলাহল মাঝে!—
বৃশ্চিক দংশনে,—প্রজ্বলিত হুতাশনে।

প্রেঃ পীঃ। ধৈর্য্য! সসম্মানে পিতৃপদে ধৈর্য্য মাগি।

সভাসদ্‌গণ। কালসর্প পূর্ণ গুহা; রাজ-যোগ্য নহে।

মন্ত্রী। প্রকৃতিস্থ নৃপবরে হেরিতে সাধনা।

গিরিজা। "নৃপবর!"—প্রজা মম সর্পের বিবরে;
ঘোর কালকূট মাঝে,—কোটাল-পীড়নে।

(গহ্বর নিকটে গমন পূর্ব্বক) মুক্ত অবরোধ। কেবা রহ ? উঠ ত্বরা।
(ভূমধ্য হইতে পুরুষকার) শৃঙ্খলিত পদ বহে দুর্ব্বহ পাষাণ ;
মল-মূত্র-সিক্ত-কায়া—শক্তিহীন জানু।
লভি যদি রজ্জু এক,—উঠি আকর্ষণে।

গিরিজা। রজ্জু !—রজ্জু !—অহো ভাগ্য ! কঠোর বিধাতঃ !

(বিমল ও রক্ষিগণ কর্ত্তৃক গহ্বর মুখে রজ্জু নিক্ষেপ এবং প্রস্তর খণ্ড সহ শৃঙ্খলিত পুরুষকারকে উত্তোলন। জয়ানন্দের অন্তর্ধান।)

গিরিজা। শুনিয়াছ প্রজা-ভাগ্য ? রাজ-বিদ্যমানে,
কোটাল-শাসনে, প্রজা সহে উৎপীড়ন !—
অহো ভাগ্য !—নৃপ নহি ; কালান্ত শমন !
(পুরুষকারের সম্মুখে নতজানু হইয়া করযোড়ে)
কৃতাঞ্জলি পুটে পুত্র ! নৃপ ক্ষমা মাগে।
(প্রহরী ও বিমলের গহ্বরদ্বাররোধকরণ।)

সভাসদ্‌গণ। হেন ঘোর অত্যাচার অশ্রুত ধরায়।

পুরুষকার। (যোড়করে) ক্ষম নৃপ ! প্রজা দাস ! সন্তান সমান।
কতদিন নহি জ্ঞাত, আবদ্ধ গহ্বরে।
লভি খাদ্য প্রতিদিন, বিনা তৃষ্ণা-বারি।

গিরিজা। (সবিস্ময়ে) বিনা বারি !—খাদ্য লভে পুত্র, বারি বিনা !
(অশ্রুমোচন।)

মন্ত্রী। বারি !—সুশীতল বারি !—ত্বরা চাহি বারি। (অশ্রুমোচন।)
(বিমল ও জনৈক প্রহরীর প্রস্থান।)
সম্ভবে পিশাচে মাত্র হেন আচরণ !

পুরুষকার। মূত্রপানে অবিধানে পিপাসা নিবারি।

গিরিজা। (কোষমুক্ত ছুরিকা লইয়া) হৃদয়-শোণিত লহ তৃষা নিবারিতে।

(আপন বক্ষে ছুরিকাঘাত চেষ্টা। মন্ত্রী এবং প্রেমপীযূষের বাধা প্রদান।)

প্রেঃ পীঃ। মহারাজ! পিতঃ! মাগি ধর্ম্মের পালন!

মন্ত্রী। অবিধেয় আত্মহত্যা! অঙ্গে অপরাধী।

গিরিজা। নাহি বিধি! রাজবিধি পীড়ন কারণ!—
ভগবন্! হেন ক্রূর কর্ম্মচারী মোর!—
মৃত্রে পুত্র তৃষ্ণাবারে; সুখ-স্নিগ্ধ-বারি,
স্বর্ণপাত্রে করি পান!—শত ধিক্ মোরে!
ত্বরা চাহি অভাগার শৃঙ্খল মোচন।
রক্ষিরাজ্যে বাসে মাত্র হতভাগ্য জন!

(প্রহরীগণ কর্ত্তৃক পুরুষকারের শৃঙ্খল মোচন।)

(অন্য প্রহরীসহ বিমলের বারি আনয়নপূর্ব্বক পুরুষকারকে প্রদান এবং তাহার পরিচর্য্যা।)

কোটাল। দুষ্ট,—নরাধম, নাহি বহে রাজভক্তি।
রাজ্য-ধ্বংস যাচে পাপী, নিত্য,—অনিবার!—
রাজদ্রোহী তরে সৃজি সর্পের বিবর।

গিরিজা। আরে ক্রূর রাজভক্ত! রাষ্ট্র-শান্তি চাহ?
রাজভক্তি নামে সাধ কোটি উৎপীড়ন?
বলে হর প্রজা-দারা!—পরস্বাপহারী!
ভ্রূণ, শিশু, নারীঘাতী!—নির্ম্মম পামর!
ধর্ম্মহন্তা! ব্রহ্মঘাতী! হিন্দু-কুলাঙ্গার!

কোটাল। ভিত্তিহীন অভিযোগ! মিথ্যা!—প্রবঞ্চনা।

গিরিজা। "ভিত্তিহীন অভিযোগ!"—বিমল!—সন্ন্যাসী!

বিমল। মহারাজ! রাজ-আজ্ঞা দাস-শ্রুতি মাগে।

গিরিজা। সন্ন্যাসী?—সন্ন্যাসী নাহি!—কিবা প্রহেলিকা!

কোটাল। প্রেত-প্রবঞ্চনা মাত্র! অলীক সকল!

(অন্যদিকে জয়ানন্দের আবির্ভাব।)

জয়া। নহে প্রেত-প্রবঞ্চনা; পিতৃব্যে নেহার।
কাল-পূর্ণ তব, পাপী! ত্যজ প্রবঞ্চনা।
প্রজা-উৎপীড়ন নিবারিত এতদিনে।—
কার্য্যময় নরদেহ সংসারে ধারণ।—
বহু কার্য্য বহি নৃপ! আশীষ বিতরি।
সাক্ষাৎ, স্মরণমাত্র লভিবে রাজন্!
দূর দূরান্তরে, লোক-লোকান্তরে স্থিত,—
নহে অসম্ভব,—আগমন, সিদ্ধজনে।
তন্ত্রগত ইন্দ্রজাল বহু সিদ্ধি দানে।—
অগ্রজ-সন্তান চাহে পিতৃব্য-পরাণ;
পিতৃব্য হেরিতে নারে নিধন তাহার। (অন্তর্ধান

কোটাল। কি হেতু নিধন কহ?—কোথা অন্তর্হিত!

নগরপাল। কোটালের পালি আজ্ঞা।—নিধন কি হেতু?

গিরিজা। এ কি প্রহেলিকা! অন্তর্হিতা দেবকায়া!

প্রেঃ পীঃ। তন্ত্র সাধ্য অসম্ভব,—অশ্রুত ঘটন!

মন্ত্রী। বহুগুণে হিন্দু, মান্য দেবতা ধরায়।

কোটাল। প্রেতাত্মা-ছলনা দেব!—অলীক সকল।

গিরিজা। সশঙ্কিত পাপচিত্ত সদা প্রেত হেরে।
(পুরুষকারের প্রতি) সুস্থ পুত্র? চাহে শ্রুতি, বিষাদ-বারতা।
নৃপ, পিতা;—প্রজা সবে, সন্ততি তাঁহার।
কি কারণ চাহ, কহ, নিজ রাষ্ট্রক্ষয়?
কি কারণ চাহ পুত্র! পিতৃ-অসম্মান?

পুরুষকার। (যোড়করে) অশক্ত চরণ মম উত্থান-সম্মানে।
গিরিজা। উত্থান নিষ্প্রয়োজন! কহ হৃদি-ব্যথা।
ব্যক্ত চাহি নিঃশঙ্কায় পীড়ন-বারতা!
পুরুষকার। পুত্র-সম্বোধনে, মম বর্দ্ধিত সম্মান।
বিস্মৃত, করুণা-লাভে, গহ্বর-যন্ত্রণা।
দানিলা অভয়! সঁপি বিনিময়ে পিতঃ!
রাজকার্য্য তরে মম অমূল্য জনম।
তব রাষ্ট্রবাসে, হত গৃহ-বাস মম।
হৃতধন,—দারা,সুত!—বিচূর্ণিত হৃদি!
অতীব সন্তাপে।—চাহি রাষ্ট্রের বিনাশ।
গিরিজা। কি হেতু আনত হেরি, কোটাল-আনন?
অধীন নগরপাল কিহেতু নীরব?
রাজদ্রোহী, প্রজা রাষ্ট্রে, নহে অকারণ!
গূঢ় হেতু, হৃদে গুপ্ত রহে সুনিশ্চিত।
মন্ত্রী। লম্পট কোটাল চাহে প্রজার বনিতা।
সহায় নগরপাল, কৃপা প্রত্যাশায়।
আজ্ঞাবহ অধীনস্থ প্রহরী নিচয়।
প্রঃ পীঃ। পিতৃরাষ্ট্রে কোটালের হেন অত্যাচার!
পুরুষকার। ভৃত্য-অপরাধে, প্রভু-যশের বিনাশ।
কর্ম্মচারী-পাপকর্ম্মে রাষ্ট্রের পতন।
গিরিজা। রাজকর্ম্মচারী রাষ্ট্র-পতন-কারণ!
উৎপীড়নে—প্রজা যাচে রাষ্ট্রের নিধন।
কোটাল! নগরপাল! বধির শ্রবণ?
পাষাণ-হৃদয় পাপী! হেয় নরাধম!

কোটাল। অকারণ নিন্দা রটে! সদা সর্ব্বক্ষণ
রাষ্ট্রের মঙ্গল দাস সাধে দেবতায়।

প্রেঃ পী। উৎকোচ গ্রহণে? কিম্বা, সংসার লুণ্ঠনে?

গিরিজা। (পুরুষকারের প্রতি) রহে কি বনিতা তব? অপত্য নিচয়?

পুরুষকার। শুনিলে অভাগা দুঃখ জলধি শুকায়!
মহারাজ! অর্থহীন,—দুঃখপ্রপীড়িত,—,
অভাগা-অভাবময়-সংসার-ভবনে,—
ছিল শান্তি বনিতার বদন দর্শন;
হাসিমুখ, শিশু-পুত্র-স্নেহ-আলিঙ্গন।
ছিল পুত্র, কন্যা, নৃপ! হৃদয়রঞ্জন।
দুঃখপূর্ণাশ্রমে তুষ্টি।—হৃদি-আকিঞ্চন।
অনন্ত বিষাদ মাঝে শান্তি-নিকেতন।
হৃতাবাস,—পুত্রহাস, প্রেম-আলিঙ্গন!
গত দিন,—সুখ লীন,—বিচূর্ণিত হৃদি।
রাজকর্ম্মচারী-করে বিচ্ছিন্ন সকল।
অত্যাচার-অপহৃত সর্ব্বস্ব রাজন!
পিশাচপীড়নে ভগ্ন নন্দনকানন!
স্বার্থপর-কোটী-শরে বিদীর্ণ-হৃদয়!
মূক আমি! নাহি বাক্য ভাষার ভাণ্ডারে,
কহিতে বারতা! বর্ণিবারে হৃদিব্যথা।
কালসর্প মাঝে রুদ্ধ,—নাহি দংশে ক্রূর!
ক্রূর-রাজকর্ম্মচারী-বিষ-জর্জ্জরিত। (অশ্রুমোচন।)

প্রেঃ পীঃ ক্রূর রাজ-কর্ম্মচারী-দংশনে ব্যথিত। (অশ্রুমোচন।)

গিরিজা। নাহিক নিরয় হেন পাষণ্ডে প্রেরিতে! (অশ্রুমোচন।)

(সভাষদ্‌গণের অশ্রুমোচন।)

পুরুষকার। প্রাণের দুহিতা,—পিতঃ!—সাধের বনিতা,—
অপবিত্রা,—ভ্রষ্টা,—ক্রূর পাষণ্ড-পরশে।
ধর্ম্মপাল!—নৃপ!—বুঝুন মরম ব্যথা!—
সামান্য সঞ্চিত অর্থ হরিয়া সবলে,
সাধিয়াছে স্বার্থ! রোধিয়াছে রাজদ্বার।
কালকুট পানে, ভগ্ন স্বাস্থ্য অভাগার!
রাজশক্তিবলে সাধ্য হেন অত্যাচার।—
'অত্যাচার' আখ্যা নহে যথেষ্ট বর্ণনে!—
হেন অঘটন রাষ্ট্রে দৈনিক ঘটন।

প্রঃ পীঃ। হেন অত্যাচার বাণী স্পর্শে না শ্রবণ!

মন্ত্রী। পাপবুদ্ধি রক্ষী-করে নহে অসম্ভব।

গিরিজা। হেন উৎপীড়ন সহে সন্ততি আমার,
প্রাসাদে নিবাসি সুখে,—নিশ্চিন্ত অন্তরে!
রক্ষকে ভক্ষক হেরি; বিস্ময় নিশ্চয়!
রাজমন্ত্রী দানে তাহে কলুষ প্রশ্রয়!—
ব্যথিত তনয়! লহ রাজ-আলিঙ্গন।

(জানুভরে পুরুষকারকে আলিঙ্গন করতঃ করযোড়ে)

করযোড়ে যাচে নৃপ, ক্ষম অপরাধ।

(পুরুষকারের রোদন।)

(দণ্ডায়মান হইয়া) আজি হতে রাজহর্ম্ম্যে বসতি তোমার।
বনিতা, দুহিতা, পুত্র, আনি সবাকায়,
রক্ষিব প্রাসাদে মম, অন্যে না পরশে।

পুরুষকার। মহারাজ! রুদ্ধকণ্ঠ! কৃতজ্ঞতাভারে। (অশ্রুমোচন।)

প্রেঃ পীঃ।　ভ্রাতা মোর উৎপীড়নে ব্যথিত হৃদয়! (অশ্রুমোচন)

গিরিজা। (সরোদনে) ব্যথিত তনয়! অক্ষম জ্ঞাপিতে ব্যথা।

পুত্র সহ উৎপীড়ন, পিতৃ বিগুমানে!

ট,—অত্যাচার, মম,—সত্য প্রমাণিত।—

কিবা আখ্যা ধর বৎস! জনক-প্রদানে?

পুরুষকার।　পুরুষকার।—

গিরিজা।　সহর কোটালী লভ রাজ-পুরস্কার।

পুরুষকার।　তব কৃপাবাণী পিতঃ! পূর্ণ পুরস্কার।

গিরিজা।　বিমল! বিমল তুমি, রাজগুপ্তচর।

প্রজার বিষাদ-বার্ত্তা, অশুভ কাহিনী,

চাহে শ্রুতি প্রতিদিন সুশাসন তরে।

নাহি চাহে চাটুকার্য্যে অলীক বারতা

বিমল।　ধন্য মানি, লভি শক্তি রাজকার্য্য তরে।

গিরিজা।　কহ পুরস্কার! ভীষণ গহ্বরে পুত্র!

কাল সর্প গ্রাসে, কেমনে জীবিত রহ?

পুরুষকার।　কি কব কাহিনী প্রভো! যেই ক্ষণে নৃপ!

আতঙ্কিত নিপাতিত,—সর্পের বিবরে,—

অজ্ঞাত প্রভায় পিতঃ! অকস্মাৎ হেরি

আলোকিত-অহিপুরী!—সঙ্কুচিত সর্প-

বিচ্ছু-বৃশ্চিক-বদন।—অজ্ঞাতা রমণী,—

দেবী কোন,—অঙ্কে ল'য়ে দানিলা অভয়।

মন্ত্রী।　মনসা জননী! আহা! কিবা ভাগ্য তব!

প্রেঃ পীঃ।　সর্পের বিবরে দেবী! ঘোর প্রহেলিকা।

মন্ত্রী।　সর্প ব্রহ্ম,—দেবী ব্রহ্ম,—ব্রহ্ম পুরস্কার।

ব্রহ্ম নাহি দংশে ব্রহ্মে, হেরি নিজ কায়া।
যবে জীব, অহং শূন্য,—পূর্ণ দেবভাবে,—
নহে ভিন্ন ব্রহ্ম হ'তে, দেবত্ব প্রভাবে।

পুরুষকার। যাচি ক্ষমা রাজপদে! নহি অপরাধী।
নির্দ্দয়ে দলিলে পদে,—তুচ্ছ কৃমি, কীট,
চাহে দংশিবারে রোষে। মেধ, অস্থিময়,
দারুণ-পীড়ন-ক্লিষ্ট, মানব অধম।

গিরিজা। অবশ্য প্রকৃতি রুষ্টা; নাহি অপরাধ।
(মন্ত্রী প্রতি) কিবা সুশাসনে নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র মম!
কোন্ কুহক প্রভাবে,—হেন অত্যাচারে
কর প্রশ্রয় প্রদান?—ধিক্ তোমা মন্ত্রিন্!—
উন্মুক্ত গহ্বর চাহি!—উন্মুক্ত গহ্বর।

(প্রহরী ও বিমল কর্ত্তৃক গহ্বরদ্বার উন্মুক্ত করণ।)

(একহস্তে কোটালের এবং অপর হস্তে নগর পালের গ্রীবা ধারণপূর্ব্বক গিরিজাপতির উন্মুক্ত গহ্বর পথে অগ্রসর হওন।)

কোটাল। ক্ষমা মাগি!—মাগি ক্ষমা!—মানি অপরাধ!

নগরপাল। আজ্ঞাবাহি ভৃত্য মাত্র! ক্ষম মহারাজ!

গিরিজা। প্রজা রুষ্ট, রাজ্য নষ্ট, যাহার কারণ,
সর্পের বিবর মাঝে তাহার শয়ন।
এই দণ্ড রাজকরে উপযুক্ত তাহে।

বিমল। জয় জগদীশ হরে!

পুরুষকার। দর্পহারী!—দণ্ডদাতা!—বিপদ্‌ভঞ্জন!

(গিরিজাপতি কর্ত্তৃক গহ্বর মধ্যে কোটাল ও নগরপালকে নিক্ষেপ। তাহাদিগের আর্ত্তনাদ এবং সর্পের গর্জ্জন।)

প্রেঃ পীঃ। উপযুক্ত পুরস্কার পাপাচারী তরে।

গিরিজা। আবদ্ধ গহ্বর চাহি ;—রুদ্ধ গুহাদ্বার।

(প্রহরীগণ ও বিমল কর্ত্তৃক গহ্বরদ্বাররোধ।)

অগ্নির সংযোগে দগ্ধ উভমুণ্ডে, চাহি
রাজবর্ত্মে প্রদর্শন, শিক্ষার কারণ।
জনে জনে রাজাদেশ চাহি প্রচারিত,
"যেই কর্ম্মচারী সাধে প্রজা-উৎপীড়ন,
প্রজা-অর্থে, প্রজা-সুখে, স্বার্থ-তুষ্টি চাহে,
সে কৃতঘ্ন নরাধমে হেন পরিণাম।"
প্রজা-অশ্রু-কলুষিত রাজসিংহাসন!—
কোটাল পোষিত, দুরাচার রক্ষিগণে,
দক্ষিণ পল্লব করে করিয়া কর্ত্তিত,—
দারাসুত সহ, দূরে চাহি বিতাড়িত।
ধর্ম্মরাষ্ট্রে, নাহি স্থান, অত্যাচারী তরে।
আজি হতে কর্ম্মচ্যুত পঞ্চায়েৎপতি ;
অত্যাচারী-কর্ম্মচারী-নিঃশেষ-সাধনে।
প্রজানির্ব্বাচিত জন লভিবে আসন।
স্বয়ং,—আজি হতে,—বিচরিব রাষ্ট্রমাঝে,
গোপনে হেরিতে,—কেমনে ভুঞ্জিছে প্রজা,
ভূপাল-শাসন। প্রজা হাস্য-আস্য আশে
বহি রাষ্ট্রভার। মর্ত্তে ভূপতি-শাসন,
নহে উৎপীড়িত-প্রজা-রোদন-কারণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম দৃশ্য।

(গরবভরের প্রমোদ কানন।)

(অনুরতী, সহচরী ও পরিচারিকা।)

অনু। (গীত।)

জননী-জননী হ'য়ে, জননীর ব্যথা বুঝিলে না।
কাতরে কহিনু দুঃখ, (ওমা!) তুমি কানে তুলিলে না॥
পাষাণী আকৃতি যদি, পাষাণী প্রকৃতি তব,
পাষাণ-নন্দিনী যদি, পাষাণ যদি এই ভব,—
জননী-হৃদয় কেন, পাষাণে মা গঠিলে না॥

সহ। মহিষি! ধৈর্য্যধারণ করুন। রাজকুমারীর জন্য সকলেই শোকাকুল। তার উপর শত্রুভয়ে ভীতা পুরী। রাজা গিরিজাপতির যুদ্ধঘোষণায় মহারাজ বিচলিত হ'য়ে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে, উন্মত্তপ্রায় হ'য়েছেন। এ সময়ে, আপনি এমন কাতর হ'লে, তিনি আরও অধীর হবেন। (মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। সত্য কথা জননি! আপনি অধীরা হ'লে মহারাজ আরও কাতর হ'য়ে প'ড়বেন। পরিচারিকে! যুদ্ধজয়ার্থ প্রাতে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর পূজার আয়োজন করগে।

পরি। আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (প্রস্থান।)

মন্ত্রী। দেবতার মার এত শীঘ্র উপস্থিত হয়, ইহা আমার অগোচর ছিল।

অনু। না, না, 'দেবতার মার' বলবেন না। মন্ত্রিন্! বক্ষ বিচূর্ণিত। আপনি তা'তে পদাঘাত—

মন্ত্রী। (প্রণাম করতঃ) অধম সন্তানে ওরূপ আদেশে পাপস্পর্শে। মহারাজকে আমি বহু প্রকারে বুঝিয়ে ব'ল্লেম, কিছুতেই তাঁর ক্রোধের উপশম হ'ল না। কাঞ্চন তা'তে ইন্ধন প্রদান করাতে আমার উপস্থিতি কষ্টকর হ'ল। গ্রহবৈগুণ্যে এরূপ ঘটনা সম্ভবপর হ'য়েছে।

অনু। গিরিজা-তনয়কে আতিথ্য বৈমুখ করাতেই এই সর্ব্বনাশ ঘটেছে। হিন্দুর সংসার! তাতে রাজকুমার অতিথি! এরূপ গর্হিত কার্য্য কেন ক'রলেন?

মন্ত্রী। দুর্দ্দৈব জননী! আমায় তখনই স্থানান্তরে গমন ক'রতে হ'ল। না হ'লে এমন বিপর্য্যয় কি ঘটে!

অনু। সহস্র কঠোরতাপূর্ণ হ'লেও পিতার অন্তর! বদন নিস্থৃত না হ'লেও,—কাতরা জননীর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট মহারাজের অন্তর্নিহিত দারুণ শোকানল গোপন নাই। অনুরাগকে বিসর্জ্জন দিয়ে অবধি মহারাজের হৃদয়পিঞ্জর ভগ্ন! সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর উপর্য্যুপরি কামানাঘাতে ক্রমে ভগ্ন হয়, কিন্তু মন্ত্রিন্! অনুরাগ বর্জ্জনে, মহারাজের অপত্যস্নেহ নির্ম্মিত অভেদ্য হৃদিদুর্গ এককালীন বিচূর্ণিত হ'য়েছে! আপনি আর একবার সচেষ্ট হ'য়ে, আমাদের অমার্জ্জনীয় ত্রুটির জন্য, গিরিজাপতির নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'রে দেখুন।

মন্ত্রী। অসম্ভব জননি! যুদ্ধ ঘোষণা হ'য়েছে। ঘোষণাপত্র আমাদের হস্তগত। এখন আর উপায় নাই। সুকৌশলে আত্মরক্ষা ভিন্ন আমাদের আর উপায়ান্তর নাই;—কর্ম্মক্ষয়ের উপর মহারাজের রক্ষাভার প্রদান ক'রে এসেছি। বোধ হয়, মহারাজ শীঘ্রই এদিকে আগমন ক'রবেন। আমার উপর এখনও তাঁহার ক্রোধের সম্পূর্ণ

উপশম হয় নাই। আমি অন্তরালে গমন করি। আপনি প্রফুল্লতা—

অনু। প্রফুল্লতা দুহিতা-বর্জ্জনে! অসম্ভব মন্ত্রিন্!

মন্ত্রী। অসম্ভব সত্য জননি! কিন্তু মহারাজ বিপন্ন। তাঁর স্বাস্থ্য এবং হৃদয় ভগ্ন; উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশিত। সকলের এখন তাঁকে প্রসন্ন রাখা কর্ত্তব্য। সে বিষয়ে আপনি প্রধানা সহায়া! (প্রস্থান।)

অনু। পার্ব্বতশিখর ভার নারী শিরোপরি!

(জানুভরে উপবিষ্টা হইয়া শূন্য প্রতি করযোড়ে)

শক্তি দেমা তনয়ায়, শক্তিস্বরূপিণি!
বিপদ নিবার মাতঃ! বিপদ বারিণি!
শিব দান হে শঙ্কর! এ ঘোর বিপদে।
ধৈর্য্য ধর হৃদি মোর!—স্নেহের দুহিতা!—
কিবা দুর্নিবার ব্যথা, জননী-হৃদয়ে!

(দূরে গীত গাহিতে গাহিতে সহচরীগণের প্রবেশ।)

সহচরীগণ। (গীত।)

চাঁদিমা গগনে নাই, অস্তমিত দিনমণি।
আকুল তারকাকুল, আঁধার সুখ রজনী॥
হৃদয় হ'তে পরাণ মণি কোথায় গেল গো।
(এমন আলোক-প্রাণ আঁধার ক'রে, কোথায় গেল গো।)
তিমির ভরা তরুশির, বিষাদ ভরা কায়,
খদ্যোত উজ্জ্বল আজি, ভাস্কর হ'তে চায়,
(আজ একি হ'ল গো।)
(আনন্দের হাটে কেন বিষাদ এল গো।)

অনু। (সরোদনে) ধৈরয না ধরে মম বিষণ্ন অন্তর।
অনুরাগ!—অন্তর্হিতা, হৃদি-স্নেহলতা!—
আবরণ চাহে, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে।—
হে বিধাতঃ! কতদিন সহিব যন্ত্রণা?

১ম সহচরী। (অশ্রুমোচন করতঃ)।
বিধি বাদি! ধৈর্য্য মাগি ভূপতি-কুশলে।

সহচরীগণ। (গীত।)

বিহঙ্গ তিমির নীড়ে আতঙ্কে নীরব।
বিষাদে মুদিত কলি, নাহি অলিরব॥
(সকল যেন কোথায় গেল গো।)
(আঁধার সনে মিলাইল গো।)
(আলোক ভরা হৃদয় মাঝে, এ আঁধার
কে বিছাল গো।) (প্রস্থান।)

অনু। (দণ্ডায়মানা হইয়া।) নির্ব্বাপিত সুখদীপ, অভাগী-জীবনে!
আঁধার,—মরুভূ আজি জননী-পরাণ!
কতদিন?—কতদিন,—অহো ভগবন্!
জগতে জীবিত রব, বহি দেহ ভার? (নেপথ্যে শৃঙ্গনিনাদ।
হৃদি হও স্থির! দুর্নিবার শোকবহ্নি
করিয়া গোপন, কৃত্রিম হরিষ আজি
প্রদর্শন প্রয়োজন। তাহার কারণ,
কঠোর উদ্যোগ মাগে কাতরা জননী।

(নেপথ্যে পুনঃ শৃঙ্গনিনাদ

প্রাণ!—উদ্বেলিত হৃদি!—মাতা ধৈর্য্য মাগে।
ভীষণ পরীক্ষা তব উদিতা সম্মুখে।
দুহিতা-মমতা;—পতি-জীবন সংশয়।—
চিরছিন্না তনয়ার বর্জ্জন-সন্তাপ!—
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, প্রত্যক্ষ সংসারে,—
ধরাধামে হিন্দু-নারী-চাক্ষুষ-দেবতা,—
সন্তাপিত,—বিপর্য্যস্ত,—ধ্বংস প্রায়-পতি!
উত্থান, পতন তাঁর,—ন্যস্ত তব করে।
(করযোড়ে শূন্য প্রতি) কন্যা মাগে শক্তিকণা আদ্যাশক্তি পদে।

(প্রহরী ও কর্ম্মক্ষয় সহ গরবভরের প্রবেশ।)

গরব। বহির তিমির যেন, অন্তরে মিলায়।
নিভৃতে নিভিয়া যায়, উল্লাস-সুষমা।
কে নিভায়?—কেন নিভে?—কোন্ শক্তি-ডরে?-
কি আতঙ্কে হৃদি-শান্তি হেন লুক্কায়িত?
রাজশক্তি পরাজিতা কিবা শক্তি বলে?—
শক্তি!—শক্তি!—ভিন্ন শক্তি যেন অনুভূতা।
সেই কি "দেবতা" আখ্যা ধরে ধরাধামে?—
কেবা জানে, এ ভুবনে, কিবা প্রহেলিকা!—
(চারিদিকে চাহিয়া) এ কি অসম্ভব! প্রমোদ কানন আজি
দীপহীন কি কারণ?—হৃদি-ঝটিকায়
নিভে কি কানন-দীপ! হেন শক্তি তার?
অথবা দেবতা-বলে আঁধার ভুবন!—
কেবা জানে, ধরা মাঝে, কিবা প্রহেলিকা!

কর্ম্মক্ষয় ! আছ সাথে ? কিম্বা পলায়িত ?
নহে শশী সুখপ্রিয়, হৃদিশান্তি প্রায়।

কর্ম্মক্ষয়। (অশ্রুমোচন পূর্ব্বক) ব্রাহ্মণের ছেলে, গুটি গুটি আপনার সঙ্গেই ত আছি মহারাজ ! কি আজ্ঞা হয় ?

গরব। আলোকিতে কহ ভৃত্যে প্রমোদ কানন ;
দীপহীন সন্ধ্যাকালে,—ঘোর অলক্ষণ !

কর্ম্মক্ষয়। দীপ ত মিটির মিটির যেমন জ্বলে, তেমনি জ্বলছে মহারাজ !

গরব। জ্বলে দীপ ?—অন্ধকার তথাপি কানন ?
নাহি চন্দ্র নভোভালে ; বুঝি, সে কারণ,—
অথবা চন্দ্রমাচ্যুত হৃদয়-গগন,—
তেঁই এ তিমির !—এই কি "দেবতা-খেলা" ?

অনু। মহারাজ !—পতি মোর !—হৃদয়-দেবতা !

গরব। রহ সাথে ?—রবে সাথে, দুর্দ্দিন উদয়ে ?
ঘিরিছে তিমির ঘোর !—রাজরাজ্যেশ্বর,—
পূর্ব্বশক্তি ন্যস্তা করে,—তথাপি হেলায়,—
দারুণ তাচ্ছিল্য ভরে,—চন্দ্রমা লুকায় !—
হীনালোক দীপাবলী ;—কুসুম শুকায়।
ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে,—সবে আতঙ্কে পলায়।
এই বুঝি "দৈবশক্তি," অনিত্য ধরায় !—
কেহ নাহি পশে পার্শ্বে,—সুদূরে পলায় !—
সেই আমি,—সেই সবে !—কিবা বিপর্য্যয় !—
কেবা জানে,—ধরা মাঝে কিবা প্রহেলিকা !—
ঘোর অন্ধকার !—হেরি দুর্দ্দিন সম্মুখে।
কহ রাজ্ঞি !—দেব সাক্ষী ;—তব রাজ পতি

সম্মুখে বিরাজে।—লইয়া শপথ রাজ্ঞি!
ধর্ম্মপত্নি!—সত্য কহ!—বিপদে সম্পদে,
সুখে, দুঃখে,—আমরণ,—মম সাথী রবে?

অনু। (গীত।)

(মম) জন্ম মৃত্যু তোমা লাগি,
(তব) ছায়া মাত্র আমি।
ইহ পরকালে সাথী, (রহি সাথী),
জ্ঞাত অন্তর্য্যামী॥
তুমি মোর নিত্যস্বামী॥
মম সত্বা মাত্র নাহি, (নাথ) তোমারই করুণা চাহি,
তোমারই আদেশ বাহী,—তোমারই যশো গাহি,
(দাসী) তোমারই সহগামী।
তুমি মোর নিত্য স্বামী॥

কর্ম্মক্ষয়। (অশ্রুমোচন করিতে করিতে স্বগত) বড় গোল বাধালে বুড়ো! প্রাণটা কেমন মিইয়ে গেল। দূর হোক্ গে। একটু জোলো হাওয়া লাগাই, যদি তাজিয়ে উঠে। (প্রস্থান।)
